ইলমে তরিকত

ইসলামী আকায়িদ ও ইলমে তরিকতের উপর অসাধারণ প্রবন্ধ সম্ভার

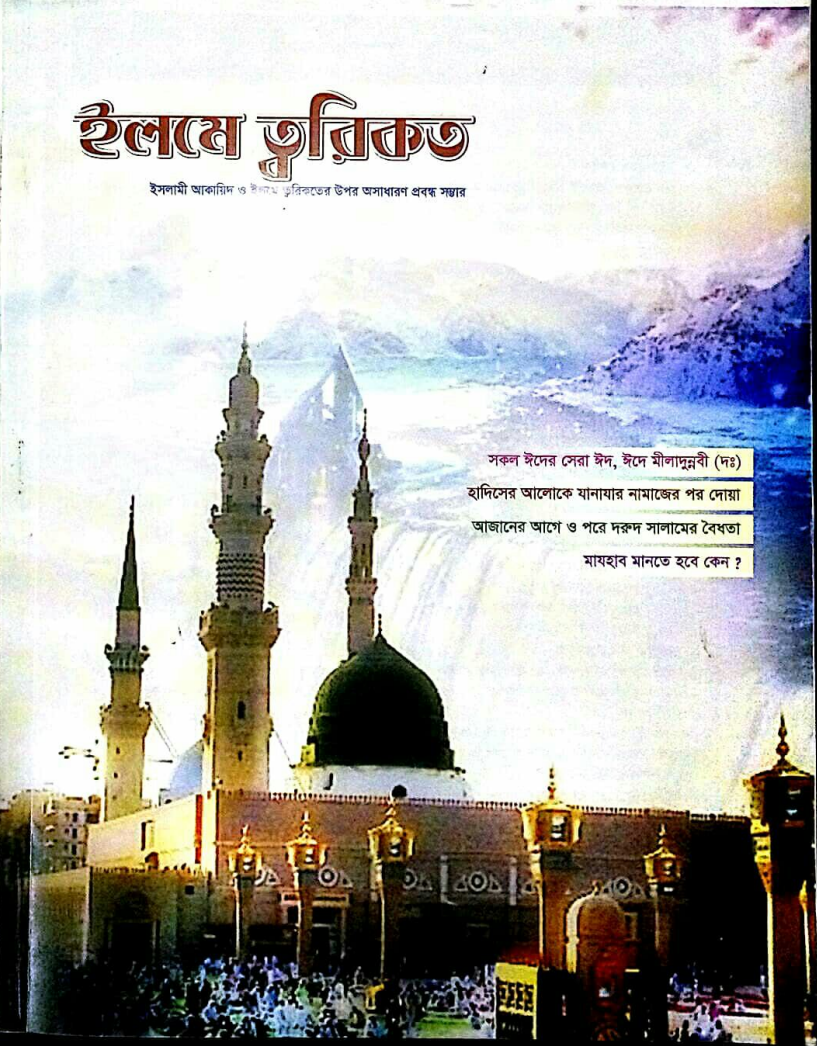

সকল ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ)

হাদিসের আলোকে যানাযার নামাজের পর দোয়া

আজানের আগে ও পরে দরুদ সালামের বৈধতা

মাযহাব মানতে হবে কেন ?

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

প্রথম প্রকাশনা

০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ইল্‌মে ত্বরিকত

আকায়িদ ও ইলমে তরিকতের উপর অসাধারণ প্রবন্ধ সম্ভার

প্রতিষ্ঠাতা

পীরে ত্বরিকত আলহাজ্ব আল্লামা শাহ
জামালউদ্দিন মমিন(মাঃজিঃআঃ)
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।

সম্পাদক

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন
মোবাইল - ০১৯১৬ ২৭২৪২৮

সহ সম্পাদক

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম চিশ্‌তি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান

ব্যবস্থাপনায়

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মমিন (ইমরান)

যোগাযোগ

কুতুবিয়া দরবার শরীফ
চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।
০১৭১১১৭৪৭২২ (সহ-সম্পাদক)
০১৯১৬ ৯২৬৪৭০ (ব্যবস্থাপক)

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন

মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ (এম.এ)
E-mail: md.habib1989@gmail.com

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে

ক্রিয়েটিভ ভিশন
প্রিন্টিং টেকনোলোজি
এ.আর.শফিং সেন্টার, ২য় তলা
মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।
Mobile: 01813678178, 01554554855

আল্‌-কুতুবিয়া প্রকাশনী

প্রতিষ্ঠাতা পীরে ত্বরিকত শাহ
জামালউদ্দিন মমিন(মাঃজিঃআঃ)

সূচি

দরসুল কোরআন ☐

ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (দঃ) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ ২
মূলঃ ড. তাহের আলকাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ)
অনুবাদ- মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন।

দরসে হাদীস ☐

হাদিসের আলোকে যানাযার নামাজের পর দোয়া ৩
মূল- আল্লামা সাঈদ উল্লাহ খাঁন কাদেরী(মাঃ জিঃ আঃ)
অনুবাদ- মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন।

ইবাদাত ☐

ক. আজানের আগে ও পরে দরূদ সালাম : ৭
মূল : আল্লামা সাঈদ উল্লাহ খাঁন কাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ)
অনুবাদ :-মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন।
খ. রাসূল (দঃ) এর নাম শুনে চুমু খাওয়ার ফজিলত- ১০
সংকলনে- মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন।

ক. ইলমে তরিকত বা তরিকত শিক্ষা ☐

পীরহীন ব্যক্তি কখনও সফলতা লাভ করতে পারবেনা। ১৩
মূল : শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ)
অনুবাদ- মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন
খ. কতুবিয়া দরবারের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৬
সংকলনে- ডাঃ এম. এ হান্নান

মু'জিজাতুর রাসূল (দঃ) ☐ ১৭

রাসূল (দঃ) এর আদেশে অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদয়
সংকলনে- মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

ফাজায়েল বা মর্যাদা ☐

আহলে বায়াতকে ভালাবাসা ঈমানের পূর্ব শর্ত ১৮
সংকলনে : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

আকায়িদ ☐

ক. আল-কুরআনের আলোকে রাসূল (দঃ) এর সৃষ্টি তত্ত্ব ২০
খ. রাসূল (দঃ) মীলাদে উপস্থিত হতে পারেন ধারণা রাখা ২৪

আহলে হাদীসদের খন্ডন ☐

মাযহাব মানতে হবে কেন ? ২৭
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন

মুর্শিদী ☐

নয়নের মণি : হাফেজ মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন চাঁদপুরী ৩১
ভক্তের হৃদয় : মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ

গ্রন্থনা ও সংকলনে : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

প্রথম অধ্যায় : দরসুল কোরআন

সকল ঈদের সেরা ঈদ
ঈদে-এ মীলাদুন্নবী (ﷺ)

মূল : ডঃ তাহের আলক্বাদেরী
বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন - قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَالْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ-
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-হে হাবীব (ﷺ) আপনি বলে দিন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমত প্রাপ্তিতে তাদের (মো'মিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমা কৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।[১]

এ আয়াতে ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন সয়ূতী ﵀ তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন- اخرج ابوالشيخ عن ابن عباس عنهما في الاية قال (فضل الله) العلم (ورحمة) محمد صلي الله عليه وسلم قال الله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
অর্থাৎ ইমাম আবু শাইখ ﵀ বর্ণনা করেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ (ফদ্বলুল্লাহ)দ্বারা ইলমে দ্বীন এবং (রহমত) দ্বারা নবী করীম (ﷺ) এর কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ ফরমান "হে হাবীব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি" (সূরা আম্বিয়া:-১০৭)।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে আল্লামা শিহাব উদ্দিন সায়্যেদ মাহমুদ আলুসী ﵀ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেন- اخرج ابوالشيخ عن ابن عباس عنهما في الاية قال (فضل الله) العلم (ورحمة) محمد صلي الله عليه وسلم وأخرج الخطيب وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبي عليه الصلاة والسلام
অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন নিশ্চয়ই (ফদ্বলুল্লাহ) বা অনুগ্রহ হল ইলমে দ্বীন এবং রহমত হলো নবী করিম (ﷺ)। হযরত খতিবে বাগদাদী ﵀ এবং ইমাম ইবনে আসাকীর ﵀ ফদ্বল দ্বারাও নবী করীম (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩]

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত নং -৫৮
[২] ইমাম জালালুদ্দিন সয়ূতী : আদ্দুররুল মনসূর:৪/৩৩০পৃ.
[৩] আল্লামা শিহাব উদ্দিন সায়্যেদ মাহমুদ আলুসী :-রূহুল মা'আনী :১১/১৮৩পৃ.

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাতাদা ﵁ ও তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ ﵀ সহ আর ও অনেকে বর্ণনা করেন যে হযরত ইমাম আবু জাফর বাকের ﵁ বলেন যে উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে- (عن قتادة رضي الله تعالي عنه ومجاهد وغيرهما قال ابو جعفر الباقر عليه السلام فضل الله رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم) আল্লাহর (ফদ্বল)বা অনুগ্রহ দ্বারা ও রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।[৪]

শুধু তাই নয় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম হাইয়্যান আন্দুলুসী ﵀ বর্ণনা করেন-
وقال ابن عباس رضي الله تعالي عنهما فيما روي الضحاك عنه الفضل العلم والرحمة محمد صلي الله عليه وسلم
অর্থাৎ ইমাম দাহ্ হাক ﵀ হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণনা করেন - উক্ত আয়াতে (ফদ্বল) দ্বারা ইলমকে এবং (রহমত) দ্বারা মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।[৫]

বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জাওজী ﵀ উক্ত আয়াত সম্পর্কে লিখেন-
ان فضل الله العلم ورحمته محمد صلي الله عليه وسلم- رواه الضحاك- (عن عبد الله بن عباس)
অর্থাৎ নিশ্চয় (فضل الله) দ্বারা ইলম বা জ্ঞানকে এবং রহমত দ্বারা মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে যেমনটি ইমাম দাহ্ হাক ﵀ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৬]

উক্ত আয়াতের (فضل الله) ফদলুল্লাহ দ্বারা ও রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে বলে মতামত পাওয়া গেল এবং আরো পাওয়া যায় যেমন- আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার মীলাদুন্নবী গ্রন্থের ১০৪পৃ. সূরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-" ফজল ও রহমতের" এখানে অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তিনি বলেন ইবারাতুন্নছ দ্বারা যদি কুরআন ও ইসলামকে বুঝায়, কিন্তু দালালাতুন্নছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা. তিনি হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামিন আর কোরআন হচ্ছে রাহমাতুল্লিল মোমেনীন। সুতরাং মোমিনের রহমত স্বরূপ কুরআনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা ইবারতের দ্বারা বুঝা গেলেও দালালাতুন্নছ-এর দ্বারা বিশ্ব জাহানের রহমতেও আবির্ভাবে ও আনন্দ প্রকাশ করা বুঝা যায় অতি সহজে। কেননা তিনি হচ্ছেন কোরআনের দারক ও বাহক।[৭]

সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও তার তাফসীরের মাধ্যমে বুঝাগেল, মিলাদুন্নবী (ﷺ) বা রাসূল (ﷺ) এর দুনিয়ায় শুভাগমনের কারণে আল্লাহপাক আমাদেরকে আনন্দ উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। আর মীলাদুন্নবী (ﷺ) আনন্দ উৎসব বা খুশি উদ্‌যাপন করার নামই হল ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ)।

لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতি গ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হতে। (সূরা বাকারা:-৬৪) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআনের ৪৪নং পৃ. লেখা হয়েছে- আর হাদিসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (ﷺ) এরই বরকত। কাজেই কোন কোন তাফসীরকারক মহানবী (ﷺ) এর আবির্ভাবকেই মীলাদুন্নবী (ﷺ) আল্লাহর রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

بدلوا نعمت الله كفرًا অর্থাৎ-যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফুরী বশতঃ পরিবর্তন করেছে। (সূরা ইব্রাহিম:-২৮)
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বোখারী শরীফের (২/৫৬৬পৃ.)
অর্থাৎ-হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন-যারা আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন করেছে আল্লাহর কসম তারা হলো-হলো কুরাইশ গোত্রের কাফের গণ। হযরত আমর ﵁ বলেন, যারা আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন করেছে তারা হলো কুরাইশ। আর মুহাম্মদ (ﷺ) ই হলেন نعمة الله বা আল্লাহর নেয়ামত। আলোচ্য আয়াত সমুহ ও তার ব্যাখ্যার আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-রাসূলে করিম (ﷺ) আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত, অনুগ্রহ ও করুণা ইত্যাদি।

সুতরাং-যারা রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহর রহমত বা অনুগ্রহ স্বীকার করতে চান না, তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।

[৪] ইমাম তিবরিসী। মাজমাউল বায়ান : ৫/১৭৭-১৭৮পৃ
[৫] ইমাম হাইয়্যান: তফসীরে বাহারে মুহিত : ৫/ ১৭১পৃ.
[৬] ইমাম জাওজী : যা'দুল মাসীর ফি উলূমুত তাফসীর : ৪/৪০পৃ.
[৭] ডঃ তাহের আলকাদেরী: মিলাদুন্নবী : ৩৩৯পৃঃ(উর্দু)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

দ্বিতীয় অধ্যায় : দরসে হাদীস

'হাদীসের আলোকে জানাযার নামাজের পর দোয়া'

মূল : আল্লামা সাঈদ উল্লাহ খাঁন ক্বাদেরী(মাঃজিঃআঃ)
অনুবাদ : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

হাদীস নং - ১
عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلّيتم على الميّت فاخلصوا له الدعاء-
অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : যখন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়ে ফেলবে অত:পর তার জন্য খাছ করে দোয়া কর।[৮]

উক্ত فاخلصوا অত:পর খাছ (নির্দিষ্ট) করে দোয়া কর বুঝানো হয়েছে। فاء বর্ণ দ্বারা বিলম্বে বুঝায় অধিকাংশ নাহুবিদ, উসূল বিদ, অলংকারবিদগণের অভিমত দেওয়া হল।

১. দরসুল বালাগাত প্রণেতা আল্লামা হাফনী নাসিফ বেগ ﵀ বলেন, و عطف النسق يكون للاغراض التى تؤديها احرف العطف كالترتيب مع التعقيب فى "الفاء" و مع التراخى فى ثم- كذا درس البلاغة :৫৮ অর্থাৎ- عطف النسق দ্বারা বাক্যের হুকুমকে মুকাইয়্যাদ করা হয় এমন সব উদ্দেশ্য থাকে حرف عطف প্রকাশ করে। যেমন فاء হরফ দ্বারা ترتيب مع التعقيب তথা পরাগমন সহ বিন্যাস (একটি কাজের পর অবিলম্বে অন্যটা করা) এবং ثم হরফ দ্বারা ترتيب مع التراخى তথা বিলম্বসহ ধারাবাহিক বিন্যাস উদ্দেশ্য।

২. কাফিয়া প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন ইবনে হাজেব ﵀ বলেন, الاول للجمع قالوا و للجمع مطلقا لا ترتيب فيه و الفاء للترتيب و ثم مثلها بمهلة و حتى مثلها- অর্থাৎ- অত:পর واو হরফটি ধারাবাহিকতা ব্যতীত সাধারণভাবে একত্রিত করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর فاء হরফটি তরতীব তথা বিরামহীনভাবে ক্রমধারা (অত:পর একটা

[৮] ১. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ১/৪৮০ : হাদীস : ১৪৯৭
২. ইমাম আবি দাউদ : আস সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ৩/৫৩৮ : হাদীস : ৩১৯৯
৩. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস সহীহ : ১/৮৮২
৪. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : জামেউস সগীর : ১/৫৮ : হাদীস : ৭২৯
৫. খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ২/৩১৯ : হাদীস : ১৬৭৪
৬. আহলে হাদীস নাসিরুদ্দিন আল বানী : সহীহুল মিশকাত : হাদীস : ১৬৭৪ এ তিনি বলেন, হাদীসটি "হাসান"।

nni-Encyclopedia.blogspot.com
F by (Masum Billah Sunny)

কাজের পর দেরী ব্যতীত অন্যটা) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ثم ও তার فاء এর মতে অবকাশ সহ ثم বিরাম যুক্তভাবে ক্রমধারা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
উক্ত হাদীসটি আহলে হাদীসদের গুরু ঠাকুর আলবানী তার, সহীহুত মেশকাত এ উক্ত হাদীসটিকে "হাসান" বলেছেন। এমনকি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী তার জামেউস সগীরেও 'হাসান' বলেছেন, ইবনে হিব্বান 'সহীহ' বলেছেন।[৯]

হাদিস নং-২

عن مشتظل ابن حسين ان عليا رضي الله عنه صلي علي جنازة بعد ما صلي عليه-

অর্থাৎ- হযরত মুশতাযিল ইবনে হুসাইন ؓ হতে বর্ণিত, আমি হযরত আলী ؓ কে দেখেছি এক জানাযার নামাজের পর দু'আ করেছেন।[১০]
অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, জানাযার পর দুআ করা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত।

হাদিস নং-৩

প্রসিদ্ধ কিতাব "ফাতহুল ক্বাদির" এর কিতাবুল জানাইয" অধ্যায়ে মুতার যুদ্ধের ঘটনায় একটি হাদিস বর্ণিত আছে-

فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه و سلم و دعاله و قال استغفروا له-

অর্থাৎ- অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাদের জানাযার নামাজ পড়লেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন। লোকদেরকেও তার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে বললেন।[১১]

হাদীস নং-৪

মুতার যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের জানাযার নামাজের পর কী করলেন তা ইমাম বায়হাকী ؒ সুন্দর করে সহীহ সনদে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ودعا له ثم قال استغفروالاخيكم فانه شهيد دخل الجنة فهو يطيرفي الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة---- الخ

অর্থাৎ অত:পর রাসূল (ﷺ) তাদের যানাযার নামাজ পড়লেন এবং তাদের (শহীদদের) জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন তোমরা তোমাদের শহীদ ভাইদের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার পর, তারা এখন জান্নাতে প্রবেশ করছেন এবং পাখির আকৃতিতে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ডানায় ভর করে যাচ্ছেন।[১২]

হাদীস নং-৫

উক্ত রেওয়াতটি ইমাম ইবনে সা'দ ؒ বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে

فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال : استغفروا له وقد دخل الجنة ---- الخ

অর্থাৎ অত:পর রাসূল (ﷺ) তাদের জানাযার নামাজ আদায় করলেন এবং বললেন তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দোয়া কর তারা এখন জান্নাতে অবস্থান করেছেন।[১৩]

হাদীস নং -৬

শুধু তাই নয় ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী ؒ রাসূল (ﷺ) এর সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ করলেন- فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال : استغفروا له

অর্থাৎ অত:পর রাসূল (ﷺ) তাদের জানাযার নামাজ পড়লেন এবং তিনি সাহাবীদেরকে বললেন তোমরা তাদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার কর।[১৪]

হাদীস নং-৭

ইমাম কুস্তালানী তার মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া দ্বিতীয় খন্ডের ثم قال فيما اخبر من الغيوبঅধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন استغفروا استغفروا له----- الخ

অর্থাৎ অত:পর রাসূল (ﷺ) বললেন তোমরা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা কর শহীদ সাহাবীদের জন্য।

হাদীস নং-৮

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا انتهي الي جنازة قد صلي عليه دعا وانصرف ولم يعد الصلاة

অর্থাৎ বিশিষ্ট তা'বেয়ী না'ফে ؒ বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ؓ তিনি যদি কোনো যানাযায় উপস্থিত হয়ে দেখতেন যে, সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়ে গিয়েছে, তাহলে তিনি (জানাযার) পর দোয়া করে ফিরে আসতেন, পূনরায় সালাত (জানাজা) আদায় করতেন না।[১৫]

হাদীস নং-৯

ইমাম সরখুসী ؒ মবসুত শরীফে "মাইয়্যাতের গোসল"শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ؓ সূত্রে বর্ণিত আছে হযরত উমর ؓ এর জানাযা যখনই শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বললেন- ان سبقتموني بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء

অর্থাৎ হে আমার সাথীরা ! তোমরা আমাকে নামাজে মাসবুক করেছো তবে জানাজার পর দোয়ার ব্যাপারে মাসবুক করনা (এসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি)।[১৬]

হাদীস নং-১০

অন্য রেওয়াতে হযরত ইবনে আব্বাসের ؓ সূত্রে উমর ؓ এর যুগে ইসলাম গ্রহণ কারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ؓ এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত আছে।[১৭]

হাদীস নং-১১

ইমাম ইবনে সা'দ ؒ উক্ত হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

جاء عبدالله بن سلام وقد صلي علي عمر فقال والله لئن كنتم سبقتموني بالصلوة عليه لا يسبقوني با لثناء عليه

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ؓ হযরত উমর ؓ এর যানাযায় এসে জানাযা পেলেন না, অত:পর তিনি বলেন আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে জানাযায় মাসবুক করেছে, তাই দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক কর না।[১৮]

হাদীস নং-১২

আল্লামা ইমাম ইবনে আসাকীর ؒ হুবহু এই শব্দে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৯]

হাদীস নং-১৩

ইমাম ইবনে আসাকীর ؒ আরেকটি সনদ বর্ণনা করেন-

عن عبدالله بن سارية جاء عبدالله بن سلام ما صلي علي عمر فقال وان كنتم سبقتموني بالصلوة عليه فلا تسبقوني با لثناء

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারিয়া ؓ হতে বর্ণিত তিনি বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ؒ হযরত ওমর ؓ এর জানাযার পর উপস্থিত হলেন এবং বললেন- আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে জানাযায় মাসবুক করেছো, তাই দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক করনা।[২০]

হাদীস নং-১৪

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম কাসানী (ওফাত ৫৮৭হিজরী) হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

وروي عن عبدالله بن سلام انه فاتته الصلاة علي جنازة عمر رضي الله عنه فلما قال ان سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ؓ হতে বর্ণিত আছে যে তিনি এসে দেখলেন হযরত উমর ؓ এর জানাযার নামাজ শেষ হয়ে গেল, অত:পর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা আমাকে জানাযার নামাযে মাসবুক করেছো, তবে জানাযার নামাযের পর দোয়ায় আমাকে মাসবুক (বঞ্চিত) করনা।[২১]

হাদীস নং -১৫

প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব "ফতহুল মুঈন" এর ১/৩৫৩পৃ. এভাবে বর্ণনাটি রয়েছে- عن عبدالله بن سلام لما فاتته الصلوة علي عمر رضي الله عنه ان سبقت بالصلاة فلم اسبق بالدعاء له- فتح المعين

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ؓ যখন হযরত উমর ؓ এর জানাযার নামাজে এসে উপস্থিত হয়ে যানাযা পেলেন না। অত:পর তিনি বললেন তোমরা জানাযায় আমায় মাসবুক করেছো কিন্তু যানাজার পর দোয়ায় আমায় মাসবুক কর না।[২২]

হাদীস নং -১৬

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ ؒ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন - وعن عبدالله بن سلام فاتته الصلاة علي جنازة عمر رضي الله عنه فلما حضر قال ان سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني له

---

[৯] উক্ত হাদীস এবং বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লিখিত জাল হাদীস বলে প্রতারণার জবাবে 'প্রচলিত সহীহ হাদীস' গ্রন্থটি দেখুন।

[১০] ১। ইমাম বায়হাকী : সুনানে কোবরা : কিতাবুয জানায়েয : ৪/৭৪পৃঃ হাদিস : ৬৯৯৬, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

[১১] ১. ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম : ফাতহুল ক্বাদীর : কিতাবুয জানাইয : ১/২৫৬পৃঃ
২. বদরুদ্দীন আইনী : উমদাতুল ক্বারী : ৮/২২পৃঃ

[১২] (১) ইমাম বায়হাকী :-দালায়েলুল নবুয়াত :- ৪/৩৬৮-৩৬৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
(২) আল্লামা ওয়াকেদী :- কিতাবুল মাগাজী :- ২১০-২১১ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
(৩) ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারিখে দামেস্ক :-১১/২৫৮পৃ. হাদিস নং- ৪৫৯১-৪৫৯২ পৃ. তিনি দুটি সনদে।

[১৩] (১) ইমাম ইবনে সা'দ:- আত-তবকাতুল কোবরা:- ৩/৪৬পৃ. দারুল ফিকর ইলামিয়াহ, বৈরুত।

[১৪] (১) ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী :-দা'লায়েলুন নবুয়ত :-২/১৯২-১৯৩ পৃ.

[১৫] (১) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক :- আল-মুসান্নাফ :-৩/৫১৯ পৃ. হাদিস :-৬৫৪৫
(২) মুফতি আমিমুল ইহসান :-ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার :- ১/৪০০পৃ. হাদিস :৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত। তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

[১৬] (১) ইমাম সরখুসী :-মবসুত :-২/১০৭পৃ.

[১৭] ইমাম সরখুসী : আল মবসুত : মায়্যিতের গোসল অধ্যায়ঃ ২/১০৭ পৃষ্ঠা।

[১৮] (১) ইমাম ইবনে সা'দ :-আত-তবাকাতুল কোবরা :-৩/৩৬পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ বৈরুত।

[১৯] ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :২৪/৩৪১পৃ. দারুল ইহইয়াউল তারুতল আরবী বৈরুত।

[২০] (১) ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :২৪/৩৪২পৃ.

[২১] (১) আল্লামা আবু-বকর বিন মাসউদ কাসানী :-বাদায়ে সানায়ে:১/৪৬১পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত।

[২২] (১) ইমাম সায়্যেদ আবি বকরী :- এনাত্বুত-ত্বালেবীন আ'লা ফতহুল মঈন:- ১/৩৫৩পৃ.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ؓ হযরত উমর ؓ এর যানাযায় এসে জানাযা পেলেন না, অতঃপর তিনি বলেন আল্লাহর শপথ তোমরা আমাকে জানাযায় মাসবুক করেছে, তাই দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক কর না।[২৩]

হাদীস নং-১৭

عن ابراهيم الهجري قال رأيت عبدالله بن اوفي وكان من اصحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها علي بغلة خلفها فجعل النساء يبكين فقال لا ترثين فان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المراثي فتفيض احداكن من عبرتها ما شاءت ثم كبر عليها اربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول صلي الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম হিজরী ؓ বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আওফা ؓ যিনি বাইতুর রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তার কন্যার ওফাত হলে তিনি তার মেয়ের কফিনের পিছনে একটি খচ্ছরের উপর সাওয়ার হয়ে যাচ্ছেন। তখন মহিলারা কান্না করতে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা মর্সিয়া করুনা, যেহেতু হুযুর (ﷺ) মর্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ যা চায় অশ্রু ঝরাতে পারবে। এরপর জানাযার নামাজ চারটি তাকবীরের মধ্যে সম্পন্ন করলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর, দুই তাকবীরের মধ্যেখানের সময় পরিমান দোয়া করতেছিলেন এবং তিনি (সাহাবী) বললেন অনুরূপ হুযুর (ﷺ) জানাযায় করতেন।[২৪]

[২৩] (১) ইমাম মুহাম্মদ :- হাশীয়ায়ে কিতাবুল আছার :-২/১২০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বৈরুত।

[২৪] (১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: আল-মুসনাদ :৫/৪৭৪-৪৭৫পৃ. হাদিস: ১৮৩৫১.
(২) ইমাম বাজ্জার : আল-মুসনাদ :৮/২৮৭পৃ. হাদিস: ৩৩৫৫.
(৩) ইমাম বায়হাকী : আল-সুনানুল কোবরা: ৪/৭০পৃ. হাদিস: ১৫৮১.
(৪) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী : জামিউল জাওয়ামে : ১৪/৪৯৩ পৃ. হাদিস: ১১৫৫৪
(৫) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ুতী : জামিউল আহাদিস :১৭/১৪৫-১৪৬পৃ. হাদিস: ৯৫০৯, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ বৈরুত।
(৬) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী : জামিউল আহাদিস . ২০/২২৭ পৃ. হাদিস: ১৬৪৬৮
(৭) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী : জামিউস সগীর : ২/৫৬০ পৃ. হাদিস: ৯৩৮৫
(৮) শায়খ ইউসূফ নাবহানী :-ফতহুল কাবীর : ৩/২৬৬পৃ. হাদিস।১২৮৬৫
(৯) আহলে হাদিস নাসিরউদ্দিন আলবানী : আয্-যইফাহ :হাদীস নং-৪৭২৪
(১০) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: আল-মুসনাদ : হাদিস: ১৮৬০২.
(১১) ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : হাদিস : ১২৭৭
(১২) আল্লামা মুত্তাকী হিন্দি : কানযুল উম্মাল :৮/১১৪পৃ.

উক্ত হাদিসটি ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী, ইমাম হাকেম সংকলন করে বলেন হাদিসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ।[২৫]

হাদীস নং -১৮

অপরদিকে ইমাম হাকেম নিশাপুরী উক্ত সাহাবী থেকে অন্য সনদ দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেন- عن عبدالله بن ابي اوفي قال -------- ثم صلي عليها فكبر عليها اربعا ثم قام بعد الربعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعواوقال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصنع هكذا-

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা ؓ হতে বর্ণিত তিনি এক যানাযার নামাজ পড়তে গেলেন -------- তার পর চার তাকবীরের সহিত যানাযার নামাজ আদায় করলেন। যানাযার নামাজের পর চার তাকবীর পরিমাণ তার জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া (হাত উঠিয়ে) করলেন এবং তিনি বললেন রাসূল (ﷺ) অনুরূপ করতেন।[২৬]

হাদীস নং-১৯

বর্ণিত হয়েছে একবার রাসূল (ﷺ) একটা যানাযার নামাজ শেষ করলেন। এরপর হযরত ওমর ؓ উপস্থিত হলেন, তার সাথে কিছু লোকও ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার যানাযা পড়তে চাইলেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন - الصلاة علي الجنازة لاتعاد ولكن ادع للميت واستغفرله-

অর্থাৎ যানাযার নামাজ দ্বিতীয় বার পড়া যায় না। তবে তুমি মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করতে পার এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।[২৭]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ । অনুরূপ আরও অসংখ্য হাদিসে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমি তাদেরকে বলতে চাই যারা জানাযার নামাজের পর দোয়া করাকে নিষেধ করে থাকেন তাদের কাছে কী সুস্পষ্ট একটি হাদিস ও আছে যে রাসূল (ﷺ) বা সাহাবী বলেছেন যে তোমরা যানাযার পর দোয়া করবেনা? ওহাবী, আহলে হাদিস, দেওবন্দী কেউ আজ পর্যন্ত উল্লেখ করতে পারেনি এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ! অপরদিকে চার মাযহাবের ইমাম, এমনকি আমাদের ইমাম আবু হানিফা ؓ ও তার সহচারী এবং তার কোন ছাত্রবা ও কেউ এ কথা বর্ণনা করেননি। কেউ কেউ কিয়াস করে মাকরুহ বলেছেন, তবে অসংখ্য সহীহ হাদিসের - মুখাবেলায় কিয়াস কখনই গ্রহণ যোগ্য নয়। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা ؓ এর মতে - قال ابن حزم جميع اصحاب

[২৫] (১) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী : জামিউস সগীর : ২/৫৬০ পৃ. হাদিস: ৯৩৮৫.
[২৬] ১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী :আল-মুস্তাদরাক : ১/৫১২পৃ. হাদিস : ১৩৩০
[২৭] (১) আল্লামা ইমাম কাসানী :-বাদাঈ সানায়ে : ৩/২৮৫পৃ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ابي حنيفة مجمعون علي ان مذهبه ان ضعيف الحديث اولي عنده من القياس-

অর্থাৎ ইবনে হাযম বলেন ইমাম আযম আবু হানিফা ؓ সহ তাহার সকল সাথী ঐক্যমত যে যখন যঈফ সনদের হাদিস ও পাওয়া যাবে তখন কোন আলেমের কিয়াস থেকে যঈফ হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[২৮]

অনুরূপ আহলে হাদিসের অন্যতম আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী তার দালীলুল-তুলাব "এর ১৭৭পৃ. হুবহু এই শব্দের বর্ণনা করেছেন।

তাই সর্বশেষ বলতে চাই আমরা যেহেতু হানাফী যেহেতু সহীহ হাদিস পেয়েছি তাই ইমাম আযমের মত অনুসারে হাদীসের উপর আমল করাই সঠিক পথ ও মত। আর যারা এমন অসংখ্য সহীহ হাদিসকে অস্বীকার করে তাদের ইমাম আছে কি-না তাতেও সন্দেহ আছে। অপর দিকে দোয়া এমন একটি ইবাদাত যা হযরত আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) নিজেই বলেছেন- فاكثروا الدعاء অতঃপর তোমরা বেশী বেশী করে দোয়া কর।[২৯]

আর আমরা যানাযার নামাজ পড়ি ইবাদত বা সাওয়াবের জন্য, আর দোয়া তো ইবাদতই যেমন হযরত নুমান বাশীর ؓ হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন- الدعاء هو العبادة অর্থাৎ দোয়া হল একটি ইবাদাত।[৩০]

উক্ত হাদিসকে আলবানী , সূয়ূতী, হাকেম আরও অনেক ইমাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অপরদিকে যারা বিরোধিতা করেন তাদের পক্ষে কোন দুর্বল হাদিস ও নেই।

অথচ হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী ؒ বলেন- ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدله من دليل خاص

অর্থাৎ মুস্তাহাব পরিত্যাগ করা দ্বারা মাকরুহ প্রমাণিত হয়না, কেন না মাকরূহ প্রমাণিত করার জন্য বিশেষ দলীলের প্রয়োজন।[৩১]

[২৮] (১) ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী : খায়রাতুল হিসান : ২৭পৃ.
[২৯] (১) ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ: ১/৩৫০পৃ. হাদিস ৪৮২এবং২১৫
(২) ইমাম আবু-দাউদ : আস-সুনান : ১/৫৪৫পৃ. হাদিস : ৮৭৫
(৩) ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান : ২/২২৬পৃ. হাদিস: ১১৩৭.
(৪) ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ :২/৪২১পৃ.
(৫) ইমাম খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুস-সালাত : ১/১৮৪ পৃ. হাদিস : ৮৯৪
[৩০] (১) ইমাম আবু-দাউদ : আস-সুনান : হাদীস: ১৩২৯।
(২) ইমাম সূয়ূতী : জামেউস-সগীর : হাদিস : ৪২৫৫
[৩১] (১) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী :- রুদ্দুল মোখতার : ওজুর মুস্তাহাব অধ্যায় ১/৯২পৃ.

তাই তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাদের কাছে কি সহীহ কোন হাদিস আছে ?

কারণ মাকরুহ প্রমাণ করতে হলেওতো অবশ্যই সুস্পষ্ট সহীহ হাদিস লাগবে।

তৃতীয় অধ্যায় (ক)

আজানের আগে ও পরে দুরূদ সালাম পড়ার বৈধতা

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন

"শরীয়ত প্রচলিত কুসংস্কার" বইয়ের লেখক মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম খাঁন মেখল মাদ্রাসার মুহতামীম তার উক্ত বইয়ে আজানের আগে দুরূদ সালাম পড়াকে বিদআতে সায়্যিয়াহ এবং কবিরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। কত বড় জাহেল মূর্খ হলে এই রকম কুফুরী ফতোয়া দিতে পারে। অথচ দু:খের বিষয় হলো, একটি হাদীসও উপস্থাপন করতে পারেন নি। যদিও হাদীস দুর্বল হত তারপরও বুঝতাম তাদের কোন দলীল আছে। ইসলামী শরীয়তে সকল কিছুই প্রথমত বৈধ, যে পর্যন্ত তা কোন সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত না হয়। বৈধ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী ؒ উভয়ই বলেন-

المختار ان الاصل الاباحة عند الجمهور من الحنيفة و الشافعية-

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং জমহুর ইমামদের পছন্দনীয় মতামত হল প্রত্যেক কিছুই বৈধ (যে পর্যন্ত না কোন দলীল দ্বারা নিষেধ করা হয়)।[৩২]

অনেকে দেখি ইদানিংকালে কিছু বক্তা মাহফিলে এই আমলটি কে হারাম পর্যন্ত বলে বেড়ান। অথচ হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেন-

الحلال ما احل الله فى كتابه ، واحرام ما حرم الله فى كتابه، و ما سكة عند فهو مما عفا عنه-

অর্থাৎ- হালাল হচ্ছে যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে (কুরআন) হালাল করেছেন; আর হারাম হচ্ছে, যা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন; এবং যেটা সম্পর্কে নিরব রয়েছেন সেটা মাফ।[৩৩]

[৩২] ১। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : রদ্দুল মুখতার আলা দুররুল মুখতার: ১/৭৮পৃ কিতাবুত তাহারাত।
[৩৩] ১। খতিব তিবরিযী: মেশকাত: কিতাবুত তু'আম: ৩/৯৮পৃ
২। ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ৪/১৯২পৃ: হাদীস:১৭২৬

অথচ আল্লাহ তাআলা নবী করিম (ﷺ) এর প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করার জন্য সময় বেঁধে দেন নি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে বলেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ও তার সকল ফিরিশতারা রাসূল (ﷺ) এর উপর দুরূদ শরীফ পড়তেছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দুরূদ পড় এবং সালাম দাও মুহব্বত ও তাজিম সহকারে। (সূরা আহযাব আয়াত নং - ৫৬)

উক্ত আয়াতে প্রিয় নবীকে সালাম দিতে বলা হয়েছে এখানে কোন নির্দিষ্ট সময়কে خاص করা হয়নি যে শুধু এক বা নির্দিষ্ট সময়ই নবীকে সালাম দিবে, বরং عام ব্যাপক বা সব সময়। এর সমর্থনে হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দীস, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ؒ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন-

انه تعالى لم يوقت ذلك ليشمل سائر الاوقات

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা এখানে উক্ত আয়াতে কোন ওয়াক্ত বা সময় নির্ধারণ করেন নি বরং সমস্ত সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (অর্থাৎ যে কোন সময়ই দরূদ সালাম পড়া যাবে নিষেধাজ্ঞা সময় ব্যতীত)।[৩৪]

তবে ফকীহগণ কিছু স্থানে দুরূদ সালাম পড়ার ব্যাপারে মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন তাছাড়া সব স্থানে দুরূদ সালাম পড়া মুস্তাহাব বলে গণ্য।

তাই মাকরূহ সময় সমূহের মধ্যে আজানের আগে ও পরে উল্লেখ নেই। যেমন ফতোয়ার শামীতে রয়েছে যে-

و تكره الصلوة على النبى صلى الله عليه و سلم فى سبعة مواضع (1)عند الجماع (2) و حاجة الانسان (3) شهرة المبيع (4) العثرة (5) و الذبح (6) و التعجب (7) و العطاس -

অর্থাৎ- আল্লামা শামী হানাফী ؒ বলেন, সাত অবস্থায় নবীজী (ﷺ) এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা মাকরূহ। যথা-

১. স্ত্রী সহবাসকালে
২. পেশাব-পায়খানার সময়
৩. ব্যবসার মাল চালু করার সময়
৪. হোচট খাওয়ার পর
৫. যবেহ করার সময়
৬. আশ্চর্য্যকর সংবাদ শ্রবণ করার সময়
৭. এবং হাঁচি দেয়ার সময়।[৩৫]

তাই প্রমাণিত হয়ে গেল নির্দিষ্ট কিছু স্থান ব্যতীত সকল স্থানে দরূদ পড়া মুস্তাহাব।

হাদীসের আলোকে আজানের আগে দুরূদ সালাম

উপরোল্লেখিত সূরা আহযাবের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ বলেন-

فى صلواتكم و مساجدكم و فى كل موطن-

অর্থাৎ- দুরূদ সালাত পড় নামাযে, মসজিদের মধ্যে এবং এমনকি সর্বাবস্থায় (আজানের আগে পড়ে বলতে কোন কথা নেই)।[৩৬]

عن عروة بن الزبير عن امراة بنى النجار قالت ثم كان بيتى من اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن اليه الفجر فياتى بسحر فيجلس على البيت ثم ينظر الى الفجر فاذا راه تمطى ثم قال اللهم انى احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت و الله ما علمت كان تركها ليله واحدة هذه الكلمات-

অর্থাৎ- হযরত ওরওয়াহ বিন জুবাইর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী থেকে, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘর সমূহের মধ্যে আমার বাড়ি ছিল সুউচ্চ। হযরত বিলাল ؓ সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর শেষ সময়ে এসে ঐ ছাদের উপরে বসে সুবহে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ভোর হয়েছে দেখার পর তিনি সোজা হয়ে দাড়াতেন এবং বলতেন, اللهم انى احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার প্রসংশা করি এবং আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এজন্য যে, আপনি কোরাইশদেরকে দীন ইসলাম কায়েমের তৌফিক দান করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল ؓ আযান দিতেন। রাবী আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! বিলাল ؓ এ দোয়া পাঠ কোন রাতে বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই।[৩৭]

৩। ইমাম ইবনে মাজাহ: আস্ সুনান: ২/১১১পৃ: হাদীস: ৩৩৯৭

৩৪ ১। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা: ২/১০৭পৃ দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বৈরুত।

৩৫ ১. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী: ফতোয়ায়ে শামী: ১/৩৮৩পৃ

৩৬ ১। আহলে হাদীস আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুমঃ জালাউল ইফহামঃ ২৫২পৃঃ

৩৭ ১। ইমাম আবু দাউদঃ আস-সুনানঃ বাবুল আযানঃ ১। ৭৭পৃঃ
২। ইমাম বায়হাকীঃ আস সুনানুল কোবরাঃ আযান ফিল মিনারাহঃ ১ঃ৪২৫পৃঃ হাদীসঃ ১৮৪৬, মাকতুবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মোকাররামা সৌদি।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

যারা বলেন আযানের পূর্বে কিছু বলা নিষেধ উক্ত হাদিস দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

রাসূল (ﷺ) এর আলোচনা বা তাকে সালাম দেওয়া তার প্রতি দুরূদ শরীফ পড়া সবকিছুই জিকিরের অন্তর্ভূক্ত। রাসূল (ﷺ) এর আলোচনাকে আল্লাহ জিকির বলছেন। وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ- আপনার জিকির (দরূদ, সালাম, আলোচনা) কে আমি বুলন্দ করে দিয়েছি।[৩৮]

শুধু তাই নয় আল্লাহর নাম নেওয়া যেমনি জিকির তেমনিভাবে রাসূল (ﷺ) এর নাম নেয়া তাকে সালাম দেওয়াও জিকিরের অন্তর্ভূক্ত যেমন আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ ফরমান :

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اتانى جبريل فقال ان ربى و ربك يقول لك كيف رفعت ذكرك قال الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معى- قال الهيثمى: رواه ابو يعلى فى مسنده هذا حديث اسناد حسن مجمع الزوائد: ٢٥٤\٨ ، باب عظيم قدرة صلى الله عليه و سلم

হযরত আবু সাইদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : আমার নিকট জিবরাঈল ؑ আগমন করলেন বললেন আল্লাহপাক বলেছেন তিনি আপনার জিকিরকে কীভাবে বুলন্দ করেছেন? রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানে না। জিবরাঈল ؑ বললেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমায়েছেন : হে হাবীব! যেখানে আমার জিকির হবে সেখানে আমার সাথে আপনার ও জিকির হবে।[৩৯]

উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী ؒ বলেন, ইমাম আবু ইয়ালা ؒ তার মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদীসের সনদ "হাসান" পর্যায়ের।

শুধু তাই নয় রাসূল (ﷺ) কে সালাম দেওয়া জিকিরের অন্তর্ভূক্ত এ প্রসঙ্গে আরও হাদীসে পাক পাওয়া যায়

عن المهاجر بن قنفذ قال انه اتى النبى صلى الله عليه و سلم و هو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه فقال انى كرهت ان اذكر الله تعالى ذكره الا على طهر او قال على طهارة

অর্থাৎ- হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক দিন তিনি হুযুর (ﷺ) এর খিদমতে এমন সময় হাজির হলেন যখন রাসূল (ﷺ) ওযু করতেছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিলেন। কিন্তু হুযুর (ﷺ) ওজু না করা পর্যন্ত সালামের জবাব দেননি। রাসূল (ﷺ) তার কারণ উল্লেখ করলেন এবং বললেন আমি অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা অপছন্দ করি।[৪০]

অতএব উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো রাসূল (ﷺ) কে সাহাবী সালাম দিলে রাসূল (ﷺ) তার সালামকে আল্লাহর জিকির বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে হযরত সা'য়ীদ ইবনে আবু আরুবা ؓ হতে হাদিস বর্ণিত আছে।[৪১]

তাই জিকির করার সময় কী নির্ধারণ আছে? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার হাবীব এর আমল দেখি।

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله عز و جل على كل احيانه

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা বলেন, রাসূল (ﷺ) সকল অবস্থায় বা সময়ে আল্লাহর জিকির করতেন।[৪২]

তাই অতএব প্রমাণিত হলো রাসূল (ﷺ) কে সালাম দেওয়া যেহেতু আল্লাহর জিকির আর জিকির রাসূল (ﷺ) যখন সব সময় করতেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তাই আজানের আগে পরে বলতে কোন কথা নেই বরং সব সময় রাসূল (ﷺ)এর যিকির বা সালাম দেওয়া মুস্তাহাব।

তাই অতএব জ্ঞানীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ফকীহগণ ইহার উপরে মুস্তাহাব ফতোয়া দিয়েছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশংকা রয়েছে।আহলে হাদীসের গুরু ও ইমাম ইবনে কাউয়্যুম বলেন-

المواطن السادس من مواطن الصلوة على النبى بعد اجابته المؤذن و عند الاقامة-

অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দরুদ শরীফের ৬ষ্ঠতম মুস্তাহাব স্থান হলো আযানের সময় (পূর্বে) এবং ইকামতের পূর্বে।[৪৩]

৩৮ (সূরা ইনশিরাহ : আয়াত : ৪)

৩৯ ১. ইমাম আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ : ২/৫২২ : হাদীস : ১৩৮০
২. ইমাম ইবনে হাইয়্যান : আস সহীহ : ৮/১৭৫ : হাদীস : ৩৩৮২
৩. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদিল ফিরদাউস : ৪/৪০৫ : হাদীস : ৭১৭৬
৪. ইমাম ইবনে খাল্লাল : আল মুসনাদ : ১/২৬২ : হাদীস : ৩১৮
৫. ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী : ৮/৭১২ পৃ
৬. আল্লাম ইবনে কাসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৫২৫
৭. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৮/২৫৪

৪০ ১. আবু দাউদ : আস সুনান : ১/৪ পৃ: কিতাবুত তাহারাত : হাদীস : ১৭
২. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস সুনান: ১/৬৫পৃ হাদিস: ৩৫০
৩. নাসাঈ : আস সুনান : ১ম খন্ড/২৪৮পৃঃ

৪১ ইমাম ইবনে মাজাহ: আস-সুনান: ১/৬৫পৃ : হাদীস : ৩৫০।

৪২ ১. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ ১ম খন্ড/২৮২পৃঃ
২. আবু দাউদ : আস সুনান : ১/৫ পৃ: কিতাবুত ত্বাহারাত : হাদীস : ১৮
৩. ইবনে মাজাহ : আস সুনান : ১/৮২ কিতাবুত ত্বাহারাত : হাদীস : ৩০২
৪. তিরমিযী : আস সুনান : ১ম/২৪৮পৃঃ

৪৩ আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম : জালাউল ইফহাম: ৩০৮পৃষ্ঠা।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অপরদিকে ইমাম কাজি আয়াজ আল-মালেকী رحمة الله عليه বলেন-

و من مواطن الصلوة عليه عند ذكره و سماع اسمه او كتابه او عند الاذان-

অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দুরুদ মুস্তাহাব হল যখন রাসূল (ﷺ) এর নাম উল্লেখ বা স্বরণ হবে। যখন তাঁর নাম মোবারক কোথাও লিখবে এবং আযানের সময় (পূর্বে)।[৪৪]

উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رحمة الله عليه বলেন-

عند الاذان اى الاعلام الشامل لا قامة-

অর্থাৎ- عند الاذان (আযানের পূর্বে বা নিকট) দ্বারা ইকামতের পূর্বেও অন্তর্ভূক্ত।[৪৫]

অপরদিকে দেওবন্দের অন্যতম শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লখনোভী رحمة الله عليه সাহেব বলেন-

يستفاد منه بظاهره استحبابه عند شروع الاقامة كما هو متعارف فى بعض البلاد

অর্থাৎ- স্পষ্টত ইকামতের পূর্বে দরুদ-সালাম পড়া মুস্তাহাব এরই প্রমান মিলে যেমনি ভাবে কিছু দেশে এর আমল পরিচিতি রয়েছে।[৪৬]

অপরদিকে ইমাম আবু সাঈয়েদ বকরী رحمة الله عليه এর ব্যাখ্যায় বলেন-

اى الصلوة و السلام على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الاذان و الاقامة- অর্থাৎ নবী পাক (ﷺ) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার মুস্তাহাব সময় হলো আযানের এবং ইকামতের পূর্বে।[৪৭]

আজানের পরে দুরূদ পড়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে রয়েছে যেমন

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلوة صلى الله عليه بها عشر

অর্থাৎ- প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, যখন তোমরা মুআয্যিনের আজান শ্রবণ করবে তখন সে যা বলে তোমরাও তা বলবে। অত:পর আমার উপর দুরূদ সালাম পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা দশটি রহমত বর্ষণ করেন।[৪৮]

তৃতীয় অধ্যায় (খ)
রাসূল (ﷺ) এর নাম শুনে চুমু খাওয়ার ফজিলত

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

হাদীসের নামে জালিয়াতি যা ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (অধ্যাপক, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) তার বইয়ের (তৃতীয় সংস্করণ) ৩৬৬ পৃষ্ঠায় এবং প্রচলিত জাল হাদিস (মাওলানা জুনায়েদ বাবু নগরী) এর বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায়। তাছাড়া প্রচলিত জাল হাদীস যা মাওলানা মতিউর রহমান এর লিখিত ১২২ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর হাদীসটিকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্ঠা করেছেন। তাই উক্ত হাদীস সহ এ বিষয়ের উপর লিখার জন্য আমি ইচ্ছাপোষন করলাম।

হযরত মূসা عليه السلام এর সময়কালে আমল

و عن وهب ابن منبه قال : كان فى بنى اسرائيل رجل عصى الله مائة سنة ثم مات ، ناخذوه فالقوه على مزبلة ، فاوحى الله الى موسى ان اخرج فصل عليه ، قال يا رب : بني اسرائيل شهدوا انه عصاك مائتى سنة ، فاوحى الله اليه هكذا كان الا انه كان كلما نشر التوراة و نظر الى اسم محمد صلى الله عليه و سلم قبله و وضعه على عينيه و صلى عليه فشكرت له ذالك و غفرت ذنوبه و زوجته سبعين حوراء -

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ رضي الله عنه বলেন, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত পাপী, যে দু'শত বছর পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানী করেছে। যখন সে মৃত্যুবরণ করে, মানুষেরা তাকে এমন স্থানে নিক্ষেপ করল যেখানে আবর্জনা ফেলা হতো। তখন হযরত মুসা عليه السلام এর প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) এল যে, লোকটিকে ওখান থেকে তুলে আনুন এবং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করুন। হযরত মুসা عليه السلام আরজ করলেন, হে আল্লাহ! বনী ইস্রাঈল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, লোকটি দু'শত বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানী করছিল। ইরশাদ হল, হ্যাঁ- তবে তিনি যখন তাওরাত শরীফ খুলত এবং যত বার আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নাম মোবারক দেখত, তখন সেটা চুম্বন করে চোখের উপর রাখত এবং তার প্রতি দুরূদ পাঠ করত। এজন্য আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সত্তর জন হুর স্ত্রী স্বরূপ তাকে দান করেছি।[৪৯]

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর আমল :-

عن ابى بكر صديق رضى الله تعالى عنه انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال هذا و قبل باطن الانملتين السبابتين و مسح عينيه فقال صلى الله عليه و سلم "من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت عليه شفاعتى

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুআয্যিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলূল্লাহ বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন। তা দেখে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার দোস্তের ন্যায় এ আমল করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে গেল।[৫০]

আদি পিতা হযরত আদম عليه السلام এর আমল :-

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رحمة الله عليه তার উল্লেখযোগ্য তাফসীর যা সর্বজন গ্রহণযোগ্য তাফসীরে রুহুল বায়ানে লিখেন,

ان ادم عليه السلام اشتاق الى لقاء محمد صلى الله عليه و سلم حين كان فى الجنة فاوحى الله تعالى اليه و هو من صلبك و يظهر فى اخر الزمان ، فسال لقاء محمد صلى الله عليه و سلم حين كان فى الجنة فاوحى الله تعالى اليه فجعل الله النور المحمدى فى اصبعه المسبحة من يده اليمنى ، فسبح ذلك النور فلذلك سميت تلك الاصبع مسبخة كما فى الروضى الفائق او اظهر الله تعالى جمال حبيبه فى صفاء ظفرى ابهاميه مثل المراة فقبل ادم ظفرى ابهاميه و مسح على عينيه فصار اصلا لذريتك فلما اخبر جبريل النبى صلى الله عليه و سلم بهذه القصة، قال صلى الله عليه و سلم: من سمع اسمى فى الاذان فقبل ظفرى ابهاميه و مسح على عينيه لم يعم ابدا-

অনুবাদ ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম عليه السلام আগ্রহী ছিল সায়্যিদিনা মুহাম্মদ (ﷺ) সাক্ষাতের, যখন তিনি বেহেস্তে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে তিনি তোমার পৃষ্ঠ হতে প্রকাশ হইবেন আখিরী যমানায়। তা শুনার পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন। হুযুর (ﷺ) এর সাক্ষাতের যখন তিনি বেহেস্তে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ওহী প্রেরণ করলেন যে নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) তোমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলীর মধ্যে রাখিয়াছি অতঃপর সে অঙ্গ হইতে তাসবীহ পাঠ আরম্ভ হইলো এজন্যই এই আঙ্গুলকে তাসবীহ পাঠকারী আঙ্গুল বলা হয়। যেমন রওজাতুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে অথবা আরেক বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব (ﷺ) এর জামাল মোবারক প্রকাশ করলেন দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর যেমন আয়নাতে দেখা যায়। তখন আদম عليه السلام দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করিলেন এবং আপন চোখের উপর মালিশ করিলেন, ইহাই দলীল হিসেবে প্রমাণিত হইলো যে তার সন্তানাদির জন্য। অতঃপর জিবরাঈল عليه السلام এই ঘটনা হুযুর (ﷺ) কে জানাইলেন। হুযুর (ﷺ) বললেন, যেই ব্যক্তি আযানের মধ্যে আমার নাম মোবারক শুনিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করিবে এবং চোখে মালিশ করিবে সে কখনো অন্ধ হইবে না।[৫১]

হযরত খিজির عليه السلام এর আমল :-

قال امام ابو العباس احمد بن ابى بكر الرداد اليمانى رحمة الله عليه فى كتاب "موجبات الرحمة و عزائم المغفرة" سنده المنقطع عن حضرت سيدنا خضر عليه السلام قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بحبيبى و قرة عينى محمد بن

---

[৪৪] ইমাম কাজী আয়াজ: শিফা শরীফ: ২/৪৩পৃঃ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।

[৪৫] ১। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা: ২/১১৬পৃঃ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

[৪৬] ১। আল্লামা সারীদ উল্লাহ খাঁন কাদেরী: তাখরীজে জা'আল হক: ৭৮১পৃঃ।

[৪৭] ইমাম আবু সাঈয়েদ বকরী : ফতহুল মুঈন: ১ম খন্ড, ২২৩।

[৪৮]
১. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : ১/১০২ : কিতাবুস সালাত : হাদীস : ৩৮৪
২. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন খতিব তিবরিযী: মেশকাত : ১/১৪০ : হাদীস : ৬০৬
৩. ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : ১/৩৫৯ : কিতাবুস সালাত : হাদীস : ৫২৩
৪. নাসায়ী : আস সুনান : কিতাবুল আজান : ২/২৫ : হাদীস : ৬৭৮
৫. ইবনে মাজাহ : আস সুনান : ১/৮২ পৃঃ, হাদীস-৭১০
৬. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ২/১৬৮পৃঃ
৭. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী: জামেউস সগীর : ১/৫৫ : হাদীস : ৭০২
৮. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : ৩৫ পৃ
৯. তিরমিযী : আস সুনান : কিতাবুস সালাত :৫\৫৪৭পৃঃ হাদীস : ৩৬১৪

[৪৯]
১। ইমাম আবু নঈম رحمة الله عليه : হুলয়াতুল আউলিয়া : ৩/১৪২ পৃ
২। আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালভী رحمة الله عليه : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১/৮৩ পৃ
৩। আল্লামা শফী উকাড়ভী رحمة الله عليه : জিকরে জামীল : ৩৫৪ পৃ
৪। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা, ১/৩০ পৃ হাদীস : ৬৮।
৫। আল্লামা আবদুর রহমান ছাফূরী رحمة الله عليه : নুযহাতুল মাযালিস : ২/১৪২ পৃ
৬। আল্লামা দিয়ার বকরী رحمة الله عليه : আল খামীস ফি আহওয়ালে আনফাসে নাফীস : ১/২৮২

[৫০]
১। ইমাম দায়লামী رحمة الله عليه : মুসনাদির ফিরদাউস : ২/২৪৪ পৃ
২। ইমাম আবদুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮৩ পৃ : হাদীস : ১০২১
৩। আল্লামা ইমাম আজলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৫৯ পৃ : হাদীস : ২২৯৬
৪। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওজু আতুল কবীর : ৩১২ পৃ : হাদীস : ৪৫৩
৫। আল্লামা ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : ১৬৫ : কিতাবুল আযান
৬। আল্লামা শাওকানী : ফাওয়াইদুল মওজুআত : ১/৩৯ পৃ
৭। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৭/২২৯ পৃ
৮। আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওজুআত : ৩৪ পৃ
৯। আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী : লাআলীল মাসনূ আ : ১৬৮-১৭০ পৃ
১০। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী : আসারুল মারফূ আ: ১৮২ পৃ
১১। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ : ১২২ পৃ:

[৫১] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ৭/২২৯ পৃ : সূরা মায়েদা আয়াত : ৫৭ নং এর ব্যাখ্যা

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

عبد الله صلى الله عليه و سلم ثم يقبل ابهاميه و يجعلهما على عينيه لم يعم و لم يرمد ابدا -

অনুবাদ : ইমাম আবু আব্বাস আহমদ বিন আবি বকর ؒ তার লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ موجبات الرحمة و عزائم المغفرة হযরত খিজির ؑ থেকে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ শোনে যদি বলে (মারহাবা বি হাবিবী ওয়া কুর্‌রাতা আইনী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) অতঃপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে, তাহলে তাঁর চোখ কখনও পীড়িত হবে না।[৫২]

◎ আবু বকর সিদ্দীক ؓ এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের অভিমত :-

১. আল্লামা ইমাম সাখাভী ؒ এর অভিমত :

আল্লামা ইমাম সাখাভী ؒ হযরত আবু বকর ؓ এর বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, لا يصح অর্থাৎ- হাদীসটি সহীহ সূত্রে আসেনি।[৫৩]

দেখুন, ইমাম সাখাভী ؒ কী বললেন, আর প্রচলিত জাল হাদীস যা মাওলানা মতিউর রহমান লিখিত ১২২ পৃষ্ঠায় মিথ্যাবাদী লিখেছে যে ইমাম সাখাভী ؒ নাকি বলেছেন, "এটি প্রমাণিত নয়" দেখুন ইমাম সাখাভীর নামে কেমন মিথ্যা লিখেছে বাংলায়। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় কিছু ইমামদের নাম দিয়ে জাল বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

হাদীস শাস্ত্রে কোন মুহাদ্দিস এর উক্তি হাদিসটি 'সহীহ নয়' বললে, হাসান হাদীস বুঝায়[৫৪]। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী ؒ বলেন, -لا يصح لا ينافى الحسن

অর্থাৎ- কোন মুহাদ্দীসগণের বক্তব্য হাদীসটি সহীহ নয়, তা দ্বারা হাদীসটি "হাসান" হওয়াতে কোন অসুবিধা বা নিষেধ করে না।[৫৫]

তাই বুঝা গেল হাদীসটি "হাসান" হাদীস যা দলীল হিসেবে দাড় করানের জন্য গ্রহণযোগ্য।

২. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ؒ এর অভিমত :

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ؒ তার গ্রন্থে ইমাম সাখাভীর রায় পেশ করে সমাধানের কথা বলেন যে -

و اذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله تعالى عنه فيكفى العمل به بقوله عليه و الصلوة و السلام عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى-

অর্থাৎ- আমার কথা হলো হাদীসটির সনদ যেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দিক ؓ পর্যন্ত প্রসারিত সেহেতু আমলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,[৫৬]

আমার পরে তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধরো [৫৭]

দেখুন মোল্লা আলী ক্বারী ؒ বলেছেন যে, এতটুকুই যথেষ্ট যেহেতু হযরত আবু বকর ؓ আমলটি করেছেন। তাই বুঝা গেল যারা না করবেন এবং অস্বীকার করে তারা সাহাবীদের বিরোধী কাফের জাহান্নামী বাতিল ফির্কা হিসেবে গণ্য হবেন।

বিশ্ব বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শা'মী তে باب الاذان আছে

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله و عند الثانية منها قرة عينى بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع و البصر بعد وضع ظفرى الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدا له الى الجنة كذا فى كنز العباد قهستانى و نحوه فى الفتوى الصوفية و فى كتاب الفردوس من قبل ظفرى ابهاميه عند سماع اشهد ان محمدا رسول الله فى الاذان انا قاعده و مدخله فى صفوف الجنة و تمامه فى حواشى البحر للرملى-

অনুবাদ : মুস্তাহাব হলো আযানের সময় শাহাদাত বলার সময় صلى الله عليك يا رسول الله বলা এবং দ্বিতীয় শাহাদাত বলার সময় বলবে قرة عينى بك يا رسول الله বলবেন। অতঃপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু খেয়ে স্বীয় চোখদ্বয়ের উপর রাখবেন এবং বলবেন এই দোয়াটি اللهم متعنى بالسمع و البصر পড়বে এর ফলে হুযুর (ﷺ) তাঁকে নিজের পিছনে পিছনে টেনে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কানযুল ইবাদ ও কুহস্থানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ফাতাওয়ায়ে সূফিয়ায় ও অদ্রূপ উল্লেখিত আছে। কিতাবুল

[৫২] ১. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/৩৮৩ পৃ : হাদীস : ১০২১
২। আল্লামা আজলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ পৃ : হাদীস : ২২৯৬
৩। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওজুআতুল কবীর : ১০৮ পৃ
৪। আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, জা'আল হক : ২/২৪৬ পৃ

[৫৩] আল্লামা ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা : ১/৩৮৪ পৃ : হাদীস : ১০২১

[৫৪] এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত জাল হাদীস বলে প্রতারণার জবাবে "প্রচলিত সহীহ হাদীস" এর ভূমিকায় দেখুন।

[৫৫] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ؒ। আসারুল মারফূআ-২৩৬ পৃ

[৫৬] ১. ইমাম আবু দাউদ: আস্ সুনান, হাদীস : ৪৬০৭, হযরত উমর ؓ হতে বর্ণিত
২. ইমাম তিরমিযী : আস্ সুনান : হাদীস : ২৬৭৬

[৫৭] ১.আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মুওজুআতুল কবীর : ৩১৬ পৃ : হাদীস : ৪৫৩
২. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ : ২১০ পৃ : হাদীস : ৮২৯
৩. আল্লামা আজলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ পৃ : হাদীস : ২২৯৬

ফিরদাউসে বর্ণিত আছে যে, ব্যক্তি আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুম্বন করে, আমি তাঁকে আমার পিছনে পিছনে বেহেশতে নিয়ে যাব এবং তাকে বেহেশতের কাতারে অন্তর্ভূক্ত করবো। এর পরিপূর্ণ আলোচনা বাহারুর রায়েক এর টীকায় ফতোয়ায়ে রমলীতে আছে।[৫৮]

উক্ত দলীলের দ্বারা আরো অনেক কিতাবের বর্ণনা পাওয়া গেল। যেমন : ১। শামী, ২। কানযুল ইবাদ, ৩। ফতোয়ায়ে সূফিয়া, ৪। কিতাবুল ফিরদাউস ইমাম দায়লামী, ৫। কুহস্থানী, ৬। বাহারুর রায়েকের পার্শ্বটিকা এবং ৭. ফতোয়ায়ে রমলীয়ার মাঝে।

আহ্লে হাদীসদের দৃষ্টিতে আমল

শুধু তা-ই নয়, আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুয দঈফা" গ্রন্থে রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়ার হযরত আবু বকর ؓ এর বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, لا يصح অর্থাৎ, হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের নয়। তাই বুঝা গেল, হাদীসটি জাল বা বানোয়াট নয়। কারণ আলবানী জাল হাদীসকে সরাসরি موضوع বলে উল্লেখ করে। কিন্তু এখানে সে অন্য শব্দ ব্যবহার করেছে, অপরদিকে দলীল পেশ করে,

قال ابن طاهر فى (التذكرة) لا يصح ، كذا فى (الاحاديث الموضوعات) للشوكانى صفحه: ٩ وكذالك قال السخاوى فى المقاصد-

অর্থাৎ, আল্লামা তাহের পাটনী তার "তাযকিরাতুল মাওজুআত" এর বলেন, হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের নয়, যেমনিভাবে আল্লামা শাওকানী "আহাদিসুল মাওজুআত" এর ৯ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম সাখাভী ؒ "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বর্ণনা করেন।[৫৯]

চতুর্থ অধ্যায় (ক) :

ইলমে ত্বরিকত বা ত্বরিকত শিক্ষা:

পীর হীন ব্যক্তি কখনো সফলতা লাভ করতে পারবে না:

মূল : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ؒ

অনুবাদ: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

(১)বায়াত হওয়ার কথা কি কুরআনে আছে ?

হ্যা, অবশ্যই কুরআন মাজীদে আছে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় ওইসব লোক যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে,তাদের হাত গুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।[৬০]

শুধু তাই নয় কুরআনের অন্য স্থানে রয়েছে-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্টি হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যেমন তারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল।[৬১]

তাই প্রমাণিত হয়ে গেল, কুরআনের বায়'আত হওয়ার কথা খুব মজবুত (সরীহ) সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হলো। কুরআনুল মাজীদে মহিলাদের বায়'আত হওয়ার কথা আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেন- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

অর্থাৎ হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা বায়'আত হওয়ার জন্য হাযির হয়।[৬২]

তাই বায়'আত হওয়া অবশ্যই জরুরী কারন প্রত্যেক ব্যক্তি পীর এবং মাযহাবের ইমামের সাথে হাশরের ময়দানে উঠবেন যেমন আল্লাহ পাক বলেন- يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ অর্থাৎ যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ ইমাম সহকারে ডাকবো।[৬৩]

উক্ত আয়াতে পীর, তরীকার ইমাম এবং মাযহাবের ইমামগণও অন্তর্ভূক্ত। যেমন তাফসীরে রুহুল বায়ান প্রনেতা আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী ؒ স্বীকার করেছেন।[৬৪]

[৫৮] ১। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী ১/৩৯৮ পৃষ্ঠা কিতাবুল আযান অধ্যায়।
২। মুফতী আমিনুল ইহসান মুজাদ্দেদী : কাওয়াইদুল ফিক্বহ : ১/২৩৩ পৃ
৩। ইমাম আহমদ রেযা : আহকামে শরীয়ত : ১/১৭২ পৃ
৪। ইমাম আহমদ রেযা : ফতোয়ায়ে আফ্রিকা : ৭৮ পৃ
৫। মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক্ব : ২/২৪৬ পৃ

[৫৯] আলবানী : সিলসিলাতুয দঈফাহ : ১ম / ১০২ পৃ : হাদিস নং : ৭৩

[৬০] সূরা ফাতাহ। আয়াত নং -১০

[৬১] সূরা ফাতাহ :- সূরা নং-৪৮ আয়াত নং ১৮

[৬২] সূরা আল- মুমতাহিনাহ :- সূরা নং- ৬০ আয়াত নং-১২

[৬৩] সূরা বনী ইসরাঈল। আয়াত। ৭৩

[৬৪] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী। তাফসীরে রুহুল বায়ান। ৫/২২১ পৃ. অনুরূপ সূরা হুদের ৯৮নং আয়াতে ও আল্লাহ বলেছেন।

(২)রাসূল (ﷺ)এর যুগে কি সাহাবীরা বায়'আত হয়েছেন ?

উপরের উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (ﷺ) এর কাছে সাহাবীরা বায়াত হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের ؓ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) এর যুগে আমরা সাহাবিরাই শুধু বায়'আত হতাম না, বরং-

ان اعربيا بايع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الاسلام। অর্থাৎ এক মরু বাসি আরব ও রাসূল (ﷺ) এর কাছে বায়াত নেন।[৬৫]

ইমাম তিরমিযি আরও বলেন এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা ؓ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

(৩) রাসূল (ﷺ) কী বায়'আত হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন ?

হ্যা, এ বিষয়ে অনেক হাদিস বর্নিত রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করবো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ؓ হতে বর্ণিত আছে-

من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميته جاهلية -

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে, তার হাতে কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার গলায় বায়'আতের বেড়ি থাকলো না, সে জাহেলীয়াতের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করলো।[৬৬]

তাই দেখুন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন যে, যে বায়'আত হইলো না সে জাহেলীযুগের মত মৃত্যু বরণ করলো। জাহেলী যুগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা কী ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে নাকি বেঈমান হয়ে তা সকলেরি জানা কথা। একজন হক্কানী ওলীয়ে কামেলের সোহবতে না থাকলে শয়তান তাকে বেঈমান পথভ্রষ্ট করতে পারে যে কোন মূহুর্তে।

[৬৫] (১) ইমাম তিরমিজী। আস-সুনান :-৫/৪২৪ পৃ. হাদীস ৩৮৭১, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি, বাংলা বাজার, ঢাকা। ইমাম তিরমিজী বলেন হাদিসটি হাসান, সহীহ।

[৬৬] ১.ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : কিতাবুল ইমারত: ৩/১৪৭৮ পৃ, হাদীস: ১৮৫১ এবং ৫৮

২.খতিব তিবরিযী : মেশকাত: কিতাবুল ইমারত : ৩/৫পৃ. হাদীস : ৩৬৭৪ দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বৈরুত।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ: ২/১৫৪পৃ.

(৪) বায়'আত হওয়ার কি কোন ফযিলত আছে ?

হ্যাঁ, অবশ্যই তাহার জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়- সাহাবিদের বায়'আতের ফজিলত থেকে। হযরত জাবের ؓ হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة قال ابو عيسي هذا حديث حسن صحيح অর্থাৎ যাহারা বায়'আতে রিদওয়ান হয়েছে, তাহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবেনা।[৬৭]

হযরত জাবের ؓ আরও বর্ণনা করেন- ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل الاحمر- অর্থাৎ যাহারা বায়'আতে রিদওয়ান হয়েছে তাহারা সবাই জান্নাতে যাবে, লাল উষ্টের মালিকটি ছাড়া।[৬৮]

তাই প্রমাণিত হলো যাহারা বায়'আত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে তাদের স্থান ঐ লাল উটের মালিকের মত জাহান্নাম। কারন তিনিও বায়'আত হওয়াকে অস্বীকার এবং বায়,আত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন তাই।

(৫)বায়'আত না হলে কী কোন অসুবিধা আছে ?

হ্যাঁ, অবশ্যই এ ব্যাপারে অনেক হাদীস স্বরূপ দেয়া যেতে পারে। যেমন- হযরত তালহা ؓ স্বীয় ইজতিহাদী ভুল স্বীকার করে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ؓ এর হাতে যখন পুনরায় বায়াত গ্রহণ করতে চাইলেন কিন্তু জালিমের হাতে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আমীরুল মুমিনীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না।তখন তার পাশ দিয়ে আমীরুল মুমিনীনের একজন সেনা সদস্য অতিক্রমকালে তাকে ডেকে হযরত তালহা ؓ তার হাতে বায়আতে তাজদীদ করলেন। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করলেন। হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী ؓ এ ঘটনা শুনে বললেন- ابى الله ان يدخل طلحة الجنة الا وبيعتى فى عنقه

অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বায়'আত তার (তালহা'র) স্কন্ধে ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা তালহার জান্নাতে যাওয়াকে চাননি ।[৬৯]

তাই এতবড় একজন সাহাবী সে বায়াত না হওয়াতে যদি এইরূপ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের অবস্থা কীরূপ হতে পারে? আমাদের যুগতো আরও বড় ফিতনার যুগ।

[৬৭] (১) তিরমিজী : আস-সুনান : ৫/৪০০পৃ. হাদীস : ৩৮১২ তিনি বলেন হাদিসটি হাসান, সহীহ।

[৬৮] (১) তিরমিজী : আস-সুনান : ৫/৪০১ পৃ. হাদীস : ৩৮১৫ তিনি বলেন হাদিসটি "হাসান"।

[৬৯] ১.হাকিম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : কিতাবুল মারেফাতু-সাহাবা : ৩/৪২১ : হাদীস : ৫৬০১

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

(৬) পীরহীন ব্যক্তি কী সফলতা লাভ করবে না?

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী ؒ তার "আল মাদখাল" গ্রন্থে বলেন- ان المريد له اتساع فى حسن الظن بهم وفى ارتباطه على شخص واحد يعول عليه فى اموره ويحذر من تقضى أوقاته لغيرفائدة -

অর্থাৎ- মুরিদের জন্য এও অবকাশ রয়েছে যে, সে স্বীয় যুগের সমস্ত শায়খ বা পীরের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে এবং একজন পীরের দামানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে আর স্বীয় সকল কাজে তার উপরই নির্ভর করবে। অনর্থক সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে।[৭০]

শুধু তাই নয় সূফী কুল সম্রাট ইমাম শা'রানী ؒ এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মিযানুশ শরীয়্যাতুল কুবরা" উল্লেখ করেন, سمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : انما امر علماء الشريعة الطالب بالالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقية للمريد بالالتزام شيخ واحد -

অর্থাৎ- আমি (আমার পীর) হযরত আলী খাওয়াছ ؒ কে বলতে শুনেছি যে, শরীয়তের অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মাযহাব চারটা থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাকলীদকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। আর তরীকতের আলিমগণ মুরিদকে বলেছেন, যেন একজন পীরকে অপরিহার্য করে নেয়।[৭১]

হযরত সায়্যিদুনা শায়খুশ শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী ؒ "আওয়ারিফুল মা'আরিফ" গ্রন্থে বলেন-

سمعت كثيرا من المشائخ يقولون من لم مفلحا لا يفلح -

আমি অনেক আউলিয়ায়ে কিরামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সফলকাম লোকের (ওলীদের) সান্নিধ্যে অর্জন করেনি সে সফলকাম হবে না।[৭২]

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে-

عن ابى يزيد رضى الله تعالى عنه انه قال : من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان -

অর্থাৎ- হযরত আবু ইয়াযিদ বায়েজিদ বোস্তামী ؒ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার পীর নেই, তার ইমাম বা পীর শয়তান। (আওয়ারিফুল মা'আরিফ: ৭৮ পৃ)

শুধু তাই নয় ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী ؒ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "আর রিসালায়ে কুশাইরী" বলেন, يجب على المريد ان يتادب بشيخ فان لم يكن له استاذ لا يفلح ابدا هذا ابو يزيد يقول من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان -

অর্থাৎ- মুরিদের জন্য করণীয় যে, কোন পীরের দীক্ষা গ্রহণ করা। কারণ, পীরহীন লোক কখনো (উভয় জগতে) সফলতা লাভ করতে পারে না। আবু ইয়াযিদ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী ؒ এটাই বলেছেন যে, যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান।[৭৩]

অতঃপর তিনি আরও বলেন, سمعت الاستاذ ابا على الدقاق يقول : الشجرة اذا انبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق ولكن لا تشمر كذالك المريد اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقة نفسا فنفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا অর্থাৎ- আমি হযরত আলী দিকাক ؒ কে বলতে শুনেছি যে, বৃক্ষ যখন কারো রোপন করা ছাড়া নিজে নিজেই জন্মে, এতে পাতা হয়, কিন্তু ফল হয় না। তেমনি মুরিদের যদি কোন পীর না থাকে, যার কাছে তরীকতের এক একটি শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মাবলী শিক্ষা না লাভ করবে, তবে সে স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী, সে সু পথ পাবে না।[৭৪]

হযরত সায়্যিদুনা মীর আবদুল ওয়াহিদ বলগিরামী ؒ সবঈ সানাবিল শরীফে বলেন,

جوپيرت نيست پر تست ابليس * كہ راه دين نہ زدست ازمكر و تلبيس

অর্থাৎ- যখন তোমার পীর নেই, তবে তোমার পীর শয়তান দ্বীনি পথে তো প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে মানুষকে প্রতারিত ও বিতাড়িত করে।

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিজামুদ্দীন ؒ এর "মালফূযাত" তথা বাণী সংকলন "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ" এ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে– মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেজ বাদায়ূনী ؒ তার দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন : من ليس له شيخ فشيخه الشيطان -

[৭০] ১. আল্লামা ইমাম শায়খ ইবনুল হাজ্ব : আল মাদখাল : ৩/১৬০ : দারুল কিতাব আরাবী, বৈরুত

[৭১] ১. আল্লামা ইমাম শা'রানী : আল মিযানুল কোবরা : ১/২৩ পৃ. মোস্তফা আল বাবী, মিসর হতে প্রকাশিত।

[৭২] ১.আল্লামা শায়খ সোহরাওয়ার্দী :"আওয়ারিফুল মা'আরিফ:২য় পরিচ্ছেদ : পৃ-৭৮

[৭৩] ইমাম কুশায়রী : আর রিসালা : অধ্যায়: ওয়াসিয়াতুল মুরিদাইন, পৃ-১৮১

[৭৪] ইমাম কুশায়রী : আর রিসালা : অধ্যায়: ওয়াসিয়াতুল মুরিদাইন, পৃ-১৮১

অর্থাৎ– যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান– এটি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস ? হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া رحمة الله عليه বলেন, না এটি মাশায়েখের বাণী। [৭৫]
শুধু তাই নয় এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা রয়েছে, বিশ্ববিখ্যাত মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رحمة الله عليه সূরা কাহাফের ১৮৯ আয়াতের তাফসীরে বলেন, روى عن ابى يزيد رضى الله تعالى عنه قال: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان (تفسير روح البيان: ٢٦٦/٥) অর্থাৎ- আবু ইয়াজিদ বায়জিদ বোস্তামী رحمة الله عليه বলেন, যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান। [৭৬]

চতুর্থ অধ্যায় (খ)
কুতুবিয়া দরবারের উৎপত্তি ও বিকাশ

ডা. এম. এ. হান্নান

(১) সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মৌজুদাত, ছাহেবে লাওলাক, সাইয়্যেদুল মুর্ছালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, শাফী'উল মুজ্নিবীন, আনীছুল গারিবীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামিন, সাকীয়ে কাউছার, নূরে খোদা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা, আহমদ মোজ্তবা (ﷺ)। তাঁর থেকে তাসাওফ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।
(২) শেরে খোদা, বেলায়েত সম্রাট, যাওজে খাতুনে জান্নাত, হযরত মাওলা আলী মোরতুযা ؓ
(৩) ছাইয়্যেদুনা হযরত সৈয়্যদ ইমাম হুসাইন ؓ
(৪) ছাইয়্যেদুনা হযরত সৈয়্যদ ইমাম জয়নুল আবেদীন ؓ
(৫) ছাইয়্যেদুনা হযরত সৈয়্যদ ইমাম মুহাম্মদ বাকের ؓ
(৬) ছাইয়্যেদুনা হযরত সৈয়্যদ ইমাম ইমাম জাফর সাদেক ؓ
(৭) ছাইয়্যেদুনা হযরত সৈয়্যদ ইমাম মূসা কাজেম ؓ
(৮) হযরত সৈয়্যদ ইমাম আলী রেযা ؓ
(৯) হযরত সৈয়্যদ ইমাম মুহাম্মদ ত্বকী ؓ
(১০) হযরত সৈয়্যদ ইমাম আলী হাদী ؓ
(১১) হযরত সৈয়্যদ ইমাম হাসান আসকারী ؓ
(১২) হযরত সৈয়্যদ ইমাম আবুল ফারাহ্ ؓ
(১৩) হযরত সৈয়্যদ ইমাম আবুল ফাতাহ ؓ
(১৪) হযরত সৈয়্যদ ইমাম খাজা দাউদ ؓ
(১৫) হযরত সৈয়্যদ খাজা হাসান আরাবী ؓ
(১৬) হযরত শাহ সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহ্ সালার ؓ তিনি বাবা শাহ্ জালাল আউলিয়া (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু) চিরকুমার এর নির্দেশে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ৩৬০ (তিনশত ষাট) আউলিয়ার নেতৃত্ব দেন। আজ থেকে প্রায় ৭০০ (সাতশত) বৎসর পূর্বে তাহাঁর সিলেট আগমনের মাধ্যমেই বাংলাদেশে উক্ত সিলসিলার আগমন ঘটে।
(১৭) হযরত শাহ সৈয়দ সিরাজ উদ্দিন ؓ
(১৮) হযরত শাহ সৈয়দ মুদাফফির ؓ
(১৯) হযরত শাহ সৈয়দ খোদবন্দ ؓ
(২০) হযরত শাহ সৈয়দ ছাইফ ؓ
(২১) হযরত শাহ সৈয়দ আব্দুল করীম ؓ
(২২) হযরত শাহ সৈয়দ নুরুল ইসলাম বন্দেগী ؓ
তিনি সর্বপ্রথম মাছিয়াতা দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। আজ থেকে প্রায় ৩০০ (তিন শত) বৎসর পূর্বে সিলেট হিজরত করে-বি-বাড়িয়া মাছিয়াতা দরবার শরীফ-তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।
(২৩) হযরত শাহ সৈয়দ ইসমাঈল ؓ
(২৪) হযরত শাহ সৈয়দ হাসান ؓ
(২৫) হযরত শাহ সৈয়দ জালালুদ্দীন ؓ
(২৬) হযরত শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ত্বকী ؓ
(২৭) হযরত শাহ সৈয়দ গুরবত আলী ؓ
(২৮) হযরত শাহ্ সৈয়দ শাহমীর ؓ
(২৯) হযরত শাহ সৈয়দ ছাইয়্যেদুল আউলিয়া ইয়াকুবুর রহমান ؓ
তৎকালীন বৃটিশ সরকারের শাসন আমলে তাহার অসংখ্য কারামত প্রকাশের ফলে তিনি " ছাইয়্যেদুল আউলিয়া" লখবে ভূষিত হন।
(৩০) কুতুবুল ইরশাদ, গাউছে জামান, ছাইয়্যেদুল ওলামা, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত্ ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াকেফে আছ্রারে মারেফাত মোরশেদ মোকাম্মেল আ'লা হযরত মাওলানা শাহ সৈয়্যদ কুতুবুর রহমান ؓ
(৩১) পীরে মোকাম্মেল, মোরশিদে কামেল, আমলে বরহাক্ব, হযরতুল আল্লামা, শাহ সূফী আলহাজ্ব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন মমিন (মাঃ জিঃ আঃ)
তিনি ১৯৭২ সালে খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া কুতুবিয়া দরবার শরীফ স্থাপন করেন। তিনি শাহ সৈয়দ কুতুবুর রাহমান ؓএর প্রধান খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হন।

---
৭৫ ১. হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার : ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ-৫৯ পৃঃ
৭৬ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৫/২৬৬ পৃ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

পঞ্চম অধ্যায় : মুজিজাতুর রাসূল (ﷺ)
অস্তমিত সূর্য রাসূল (ﷺ) এর হুকুমে পুনরায় উদিত হওয়া

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

প্রচলিত কিছু টিভি চ্যানেলে এবং কিছু নামধারী ইসলামী পত্রিকায় উক্ত রাসূল (ﷺ) এর অন্যতম একটি মুজিজাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। আর কিছু নামধারী বক্তা রয়েছেন তারা ওয়াজে বলে বেড়ান উক্ত মুজিজা নাকি কোন হাদীসের কিতাবে নেই, অপরদিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের তিনটি সনদকে মওদু বা বানোয়াট প্রমাণের জন্য অহেতুক চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের জবাবে উক্ত হাদীস মূল ইবারত সহ উল্লেখ করলাম।
عن اسماء بنت عميس رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوحى اليه و ارسه فى حجر على فلم يصلى العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اللهم ان عليا كان فى طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء : فرايتها غربت ورايتها طلعت بعد ما غربت- অর্থাৎ- হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহা) হতে বর্নিত : একদা রাসূল (ﷺ) হযরত আলী ؓ এর রান মোবারকে ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন (ঘুমে) ওহী নাযিল হচ্ছিল। সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ই আসর নামাজ পড়তে পারেন নি। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ! আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্য করেছে তাই সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দাও।
বর্ণনাকারী আসমা (রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আন্হা) বলেন : আমি দেখেছি যে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে তা পুনরায় রাসূল (ﷺ) এর আদেশে উদয় হয়েছেন। [৭৭]
অপরদিকে উক্ত হাদীসটি উক্ত সাহাবী হতে অন্য আরেকটি সনদে কিছুটা শব্দ পরিবর্তন হয়ে বর্ণিত হয়েছে-
عن اسماء بنت عميس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر بالصهباء ثم ارسل عليا فى حاجة فرجع و قد صلى النبى صلى الله عليه و سلم العصر فوضع النبى صلى الله عليه و سلم رأسه فى حجر على فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال: اللهم ان عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس قالت اسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال على الارض و قام على فتوضا و صلى العصر ثم غابت فى ذلك بالصهباء
অর্থাৎ- হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আন্হা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ছাহ্বা নামকস্থানে জোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর হযরত আলী ؓ কে কোন এক ওজরে প্রেরণ করলেন অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। রাসূল (ﷺ) আসরের নামাজ পড়লেন তারপর হযরত আলী ؓ এর রান বা কোল মোবারকে ঘুমালেন। অতঃপর হযরত আলী ؓ রাসূল (ﷺ) কে জাগাননি এমনকি সূর্য অস্তমিত যাওয়া পর্যন্ত। অতঃপর রাসূল (ﷺ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহ! নিশ্চয় তোমার পেয়ারা গোলাম আলী তোমার নবীর প্রেমে নিজেকে আবদ্ধ/মগ্ন রেখেছেন, অতঃপর আলী ؓ নামায আদায় করার জন্য আল্লাহ তায়ালা পুনরায় অস্তমিত সূর্যকে উদিত করেছেন। বর্ণনাকারী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আন্হা) বলেন : সূর্য পুনরায় উদিত হয়ে যমীন ও পাহাড়ের উপর এসে গেল। অতঃপর হযরত আলী ؓ ওজু করলেন এবং নামাজের জন্য দাঁড়ালেন নামায আদায় করলেন। তারপর ছাহ্বা নামক স্থানে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। [৭৮]
উক্ত দুটি সনদ ছাড়াও উক্ত হাদীসটির আরও একাধিক সনদ রয়েছে যেমন তার সমর্থনে হাদীস পাওয়া যায়।
عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امر الشمس فتأخرت ساعة من نهار- رواه الطبرانى فى الاوسط قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الاوسط و اسناده حسن-
অর্থাৎ- হযরত জাবের ؓ বলেন : নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) এর আদেশে অস্তমিত সূর্য দিনের এক মুহূর্তে উদয় হলো। [৭৯]

৭৭
১। ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ২৪/১৫০-১৫১ হাদীস : ৩৯০
২। আল্লামা ইবনে কাসীর : আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/৮৩
৩। আল্লামা হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২৯৭ পৃঃ
৪। ইমাম তাহাভী: মুশকিলুল আসার: ২/৮-৯পৃঃ, এবং ৮/৩৮৮পৃঃ, হাদীস নং-১২০৭, তিনি সহীহ সনদে।
৫। আল্লামা ইমাম ইবনে আবি আছিম: আস্-সুনান: হাদীস নং-১৩২৩
৬। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী: ৬/২২১/২২২পৃঃ
৭। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতুল ক্বারী: ১৫/৪৩পৃঃ
৮। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা: ২/৩২৪পৃঃ

৭৮
১.আল্লামা তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ২৪/১৫১-১৫২ পৃ: হাদিস: ৩৯১
২. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৮/২৯৭ পৃ:
৩. আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/৮৪ পৃ:
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীঃ ফাতহুল বারী শরহে বুখারীঃ ৬/২২১-২২২পৃ, হাদীসঃ ৩১২৪
৫. ইমাম তাহাভীঃ মুশকিলুল আছারঃ ৪/৭পৃঃ, হাদীসঃ ১২০৮
৬. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ খাসায়েসুল কোবরাঃ ২ঃ৩২৪পৃঃ

৭৯
১। ইমাম তাবরানী : মুজামুল আওসাত :

ইমাম হায়সামী ؒ বলেন : হাদীসটি ইমাম তাবরানী মুজামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেণ। সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য হাদীস।

বুঝা গেল উক্ত তিনটি সনদে যে রাসূল (ﷺ) এর অস্তমিত সূর্য পুনরায় উঠানো বিষয়টা ভিত্তি প্রমাণিত হলো। সর্বশেষে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও হাদিসটিকে হাসান বলে স্বীকার করেছেন।

আল্লামা ইমাম সাখাভী ؒ উক্ত হাদিস সম্পর্কে এবং আল্লামা আজলূনী ؒ প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস সম্পর্কে বলেন-

অর্থাৎ - তবে উক্ত হাদীসটি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন ইমাম ত্বাহাবী ؒ এবং শিফা শরীফে ইমাম কাজী আয়াজ ؒ। অপরদিকে ইমাম ইবনে মুনাদা ؒ। অপরদিকে ইমাম ইবনে মুনাদা ؒ ইমাম ইবনে শাহীন ؒ প্রমুখগণ তাদের কিতাবেও সংকলন করেছেন। [৮০]

ইমাম সাখাভি ؒ ও আল্লামা আজলূনী ؒ উক্ত হাদীসের অন্য সনদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন- -----

অর্থাৎ ইমাম ইবনে মারদুআহ ؒ তাঁর হাদীসের গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা ؓ সূত্রে বর্ণনা করেন।[৮১]

আল্লামা আজলূনী জাবের ؓ এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে আরো লিখেন-

و روى الطبرانى فى الكبيرو الاوسط بسند حسن-

অর্থাৎ- যেমন বর্ণিত হয়েছে ইমাম তাবরানী ؒ তার 'মু'জামুল কবীর' ও 'মু'জামুল আওসাত' গ্রন্থে হাসান সনদে।[৮২]

তাই উক্ত হাদিসটির চারটিরও বেশি সনদ পাওয়া গেল। তাই বলতে চাই, দঈফ হাদিস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তা দঈফ বা দুর্বল থাকে না। কিন্তু উক্ত হাদিসের প্রথম (তাবরানীর) আসমা বিনতে উমায়েস (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) সূত্র ছাড়া বাকী সকল সনদ সহীহ ও হাসান সনদের। তাই অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাই সর্বশেষ বলতে চাই, ইবনে তাইমিয়া শুধু একজন ব্যক্তি উক্ত হাদীসটিকে তার মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে 'মওদু' বা জাল বলেছেন।

সর্বশেষ আমরা এটাই বলতে চাই, বাতেল পন্থিদের মনগড়া বক্তব্যে আমাদের কিছুই যায়-আসে না।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ফাজায়েল অধ্যায়

আহলে বায়'আতকে ভালবাসা ঈমানের পূর্বশর্ত

সংকলনে : মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন

সাম্প্রতিক কালে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেখা যায় যে, তারা মহরম মাস আসলেই ইমাম হুসাইন ؓ এর সমালোচনা করতে দেখা যায়। বিশেষত আহলে হাদিসদেরকে বেশি। এমনকি তাদেরকে দেখা যায় ইয়াজিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ তারা ও জানে যারা আহলে বায়াতকে ভালবাসাহীন ব্যক্তির ঠিকানা নিঃসন্দেহে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়।

(১)আহলে বাইয়াতকে অনুসরণই হল সঠিক পথ:

হযরত জাবের ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর পাক (ﷺ) কে বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন তাহার কাছওয়া উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় ভাষনে তিনি বলেন-

يا ايها الناس اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي اهل بيتي

অর্থাৎ হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা তাহা মজবুত ভাবে ধরিয়া রাখ, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইল আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়াত। [৮৩]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যারা আহলে বায়াতকে ভাল না বাসে অথবা সমলোচনা করেন তারা পথভ্রষ্ট, বাতি ফেরকা এবং জাহান্নামী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আবু বাকরাহ ؓ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) একদিন মিম্বারের উপর তশরীফ নিয়ে কখনও বা লোকদের দিকে তাকাইতেছেন এবং কখনও বা হাসানের (অন্য বর্ণনায় হুসাইনের দিকে) দিকে তাকাইতেছেন, আর বলিতেছেন ان ابني هذا سيدولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين অর্থাৎ আমার এই নাতি নেতা (হাসান ও হুসাইন) আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমে

২। আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২৯৭
৩। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীঃ ফাতহুল বারীঃ ৬\২২২পৃ. হাদীসঃ ৩১২৪
৪। আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামীঃ মাজমাউস যাওয়ায়েদঃ ৮\২৯৭পৃঃ
৫। আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফফাজীঃ নাসিমুর রিয়াদ্বঃ ৩\১০-১৪৫

৮০
১। আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৬৪ : হাদিস : ৫১৭
২। আল্লামা ইমাম আজলূনী : কাশফুল খাফা: ১/৩৭৮পৃ

৮১
১। আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৬৪ : হাদিস : ৫১৭
২। আল্লামা ইমাম আজলূনী : কাশফুল খাফা: ১/৩৭৮পৃ

৮২
আল্লামা আজলূনী : কাশফুল খাফা: ১/৩৭৮পৃ হাদিস: ১৩৭৭

৮৩
(১) খতিব তিবরিযী :- মেশকাত: মানাকেবে আহলে বায়াত :-৪/৫১৮পৃ. হাদীস। ৬১৫২
(২) ইমাম তিরমিজী :- আস-সুনান : ৫/৬২১পৃ. হাদীস :-৩৭৮৬
(৩) আহমদ :-আল-মুসনাদ :-৩/১৪ পৃ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

মুসলমানদের দুইটি বিবাদমান বিরাট দলের মধ্যে আপস-মীমাংসা করাইয়া দিবেন। [৮৪]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো দুইটি দল বলতে হাসান, হুসাইনের এবং ইয়াজিদের দল। তাই যারা আহলে বায়াতকে অনুসরনও অনুকরন করে তারাই সঠিক দলের অনুগামী।

এ ব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম ؓ হতেও হাদিস বর্ণিত আছে। [৮৫]

(২) আহলে বায়াত কারা?

হযরত সা'দ ইবনে আবুওয়াক্কাছ ؓ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আহলে বায়াত সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হইল, তখন হুযুর পাক (ﷺ) হযরত আলী ؓ ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন ؓ কে ডাকিলে এবং বলিলেন, فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي অর্থাৎ অত:পর বললেন হে আল্লাহ ! ইহারা সকলেই আমার আহলে বাইত। [৮৬]

(৩) আহলে বায়াতকে কেন ভালবাসতে হবে?

এপ্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ؓ বর্ণিত আছে হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন তোমরা আল্লাহকে ভালবাস। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তারপর তিনি বললেন- فاحبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي

অর্থাৎ আর আমাকে এই জন্য ভালবাস যে, আমি আল্লাহর হাবীব। আর আমার আহলে বাইতকে আমার কারনে ভালবাস। [৮৭]

(৪) আহলে বায়াত নূহ ؑ এ নৌকার ন্যায়-

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু যর গিফারী ؓ হইতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি কাবা শরীফের দরজা দরিয়া বলিলেন, আমি হুযুর পাক (ﷺ) বলতে শুনিয়াছি- الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

অর্থাৎ সাবধান ! আমার আহলে বায়াত হইল তোমাদের জন্য নূহ ؑ -এর নৌকার ন্যায় । যে উহাতে আরোহন করিবে সে রক্ষা পাইবে। যে উহা ইহতে পিছনে পাতিয়া যাইবে ,সে ধ্বংস হইবে।[৮৮]

(৫) হযরত ইমাম হাসান এবং হুসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের সরদার -

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেছেন اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ হযরত হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা) জান্নাতি সকল যুবকদের সরদার । [৮৯]

উক্ত হাদীসের অনুরূপ হযরত হুযাইফা ؓ ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৯০]

এ ব্যাপারে হযরত মাওলা আলী ؓ হতেও হাদিস বর্ণিত আছে। [৯১]

এব্যাপারে হযরত আনাস ؓ হতে ও হাদিস বর্ণিত আছে। [৯২]

উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে মুহাদ্দিস গন ঐক্যমত পোষন করেছেন। হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। [৯৩]

(৬) হাসান এবং হুসাইনকে ভালবাসা ওয়াজিব-

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, من احبني فليحب هذين

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে ভালবেসেছে, তার উপর ওয়াজিব সে যেন তাদের উভয়কে (হাসান এবং হুসাইনকে) ভালবাসে। [৯৪]

৮৪ (১) খতিব তিবরিযী : মেশকাত : মানাকিবে আহলে বায়াত :৪/৫১৮
৮৫ (ক) খতিব তিবরিযী : মেশকাত : মানাকিবে আহলে বায়াত: : ৪/৫১৮
৮৬ (১) খতিব তিবরিযীঃমেশকাত :মানাক্বিবে আহলে বায়াত : ৪/৫১৭ হাদীস নং-৬১৩৫
(২) ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ : ৪/১৮৭১ পৃ. হাদীস :-২৪০৪
(৩) ইমাম তিরমিজী :- আস-সুনান : ৪/২১০পৃ. হাদীস :-২৯৯৯
৮৭ (১) খতিব তিবরিযী :মেশকাত :মানাক্বিবে আহলে বায়াত৪/৫৪৭পৃ. হাদীস নং-৬১৮২
(২) তিরমিজী :- আস-সুনানঃ- ৫/৬২২পৃ. হাদীস :-৩৭৮৯
(৩) ইমাম হাকেম নিশাপুরী :-আল-মুস্তাদরাক :-৩/১৭০পৃ.

৮৮ (১) খতিব তিবরিযী :মেশকাত :মানাক্বিবে আহলে বায়াত ৪/৫৪৭পৃ.হাদীস নং-৬১৮৩
(২) ইমাম আহমদ :- আল মুসনাদ :-
(৩) ইমাম হাকেম নিশাপুরী :- আল-মুস্তাদরাক :-৩/১৫১ পৃ.
৮৯ (১) ইমাম তিরমিজীঃআস-সুনানঃআবওয়াবুল মানাকিব : ৫/৬৫৬পৃ. হাদীস :৩৭৬৮
(২)খতিব তিবরিযী :মেশকাতঃমানাকিবে আহলে বায়াত ৪/৫৪৭পৃ.হাদীস নং-৬১৮৩
(৩) নাসায়ী :-আস-সুনানুল কোবরা :-৫/৫০পৃ. হাদীস :-৮১৬৯
(৪) ইবনে হিব্বান :- আস-সহীহ :-১৫/৪১২ পৃ. হাদীস :-৬৯৫৯
(৫) আহমদ :- আল-মুসনাদ :-৩/৩পৃ. হাদীস :-১১০১২
(৬) হাকেম নিশাপুরী :- আল-মুস্তাদরাক :-৩/১৮২ পৃ. হাদীস :-৪৭৭৮
৯০ (১) ইবনে হিব্বান :- আস-সহীহ :-১৫/৪১৩ পৃ. হাদীস :-৬৯৬০
(২) নাসায়ী :-আস-সুনানুল কোবরা :-৫/৮০পৃ. হাদীস :-৮২৯৮
(৩) আহমদ :- আল-মুসনাদ :-৫/৩৯১পৃ. হাদিস :-২৩৩৭৭
৯১ (১) ইমান আবি শায়বাহ :-আল-মুসান্নাফ :-৬/৩৭৮ পৃ. হাদীস :-৩২১৭৯
৯২ (১) ইবনে মাজাহঃআস-সুনানঃকিতাবুল ফিতান :২/১৩৬৮ পৃ. হাদীস :৪০৮৭
৯৩ (১) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত :-১১/৩১৪ পৃ. হাদিস :-৬১৬৩
(২) আল্লামা আজলূনী :-কাশফুল খাফা: ১ম খন্ড/২৪৮পৃঃ

অনুরূপ হযরত আবু-হুরায়রা ؓ থেকে ও হাদিস বর্ণিত আছে।[৯৫]

এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে[৯৬] এবং হযরত আবুযর বিন জাইশ ؓ থেকে ও হাদিস বর্ণিত আছে।[৯৭]

(৭) যে আহলে বাইতকে ভালবাসবে তাকে স্বয়ং আল্লাহ ভালবাসবেন -

এ ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী ؓ হতে বর্ণিত আমি নবী করীম (ﷺ) কে বলতে শুনেছি من احبهما احبني ومن احبني احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাসান এবং হুসাইনকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসলো, তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যাকে আল্লাহ ভালবাসবেন,তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।[৯৮]

এ ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী ؓ থেকে আরেকটি সনদ বর্ণিত আছে।[৯৯]

(৮) যে হাসান, হুসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষন করবে, সে যে আল্লাহর সাথে বিদ্বেষ পোষন করলো:-

এ ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করীম (ﷺ) কে বলতে শুনেছি من ابغضهما ابغضني ومن ابغضني ابغضه الله ومن ابغضه الله ادخله النار-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাসান-হুসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষন করল, সে আমার সাথে বিদ্বেষ পোষন করল, আর যে আমার সাথে বিদ্বেষ পোষান করবে, তার সাথে আল্লাহ বিদ্বেষ পোষন করবেন।[১০০]

এ ব্যাপারে উক্ত সাহাবী থেকেও অন্য সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[১০১]

(৯) আহলে বায়াতকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হওয়া অসম্ভব :

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রবি' আ ؓ হইতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) আহলে বায়াতের ব্যাপারে বলেন- والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتي يحبكم لله ولرسوله-

অর্থাৎ যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান পেশ করিবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে মহাব্বত করিবে।[১০২]

সপ্তম অধ্যায় : আকাইদ (ক)

আল-কোরআনের আলোকে রাসূল (ﷺ)এর সৃষ্টি তত্ত্ব

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন

ওহাবী মৌঃ নূরুল ইসলাম ওলিপূরী তার "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় অপরদিকে পাকিস্তানের দেওবন্দী আলেম মাওলানা সরফরায খান তার "নূর আওর বাশার" গ্রন্থে এবং ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর "হাদীসের নামে জালিয়াতি" ২৫৩ পৃষ্ঠা হতে ২৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সূরা মায়েদার উক্ত আয়াত– قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর {মুহাম্মদ (ﷺ)} এবং সুস্পষ্ট কিতাব (কুরআন) এসেছে। (সূরা মায়েদা, আয়াত -১৫)

উক্ত আয়াতের "নূর" দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) বুঝানো হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য সকল তাফসীর কারকদের মত। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরসহ তারা সবাই কয়েকটি অগ্রহণযোগ্য বাতেল পন্থীদের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যাতে রয়েছে যে, নূর দ্বারা ইসলাম, আবার কেউ বলেছেন কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। ওহাবীদের মধ্যেই আবার তা নিয়ে মতানৈক্য, তারাও একমত হতে পারেন নাই। অসংখ্য

[৯৪]
(১) নাসায়ী :-আস-সুনানুল কোবরা :-৫/৫০পৃ. হাদীস :-৮১৭০
(২) বাজ্জার: আল-মুসনাদ :-৫/২২৬ পৃ. হাদীস :-১৮৩৪

[৯৫]
(১) ইমাম তায়লাসী :-আল-মুসনাদ :-১/৩২৭ হাদিস :-২০৫২

[৯৬]
(১) তাবারানী :- মু-জামুল কাবীর :- ৩/৪৭পৃ. হাদিস :-২৬৪১
(২) তাবারানী :- মু-জামুল কাবীর :- ১১/৪৪৪ পৃ. হাদিস :-১২২৫৯

[৯৭]
(১)ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ :-আল-মুসান্নাফ :-৬/৩৭৮ পৃ. হাদিস :-৩২১৭৪
(২) ইমাম বায়হাকী :- আস-সুনানুল কোবরা :-২/২৬৩ পৃ. হাদীস :-৩২৩৭

[৯৮]
(১) ইমাম হাকেম নিশাপুরী :- আল-মুস্তাদরাক :-৩/১৮১ পৃ. হাদীস :-৪৭৭৬

[৯৯]
(১) তাবারানী :- মু'জামুল কাবীর :- ৩/৫০ পৃ. হাদিস :-২৬৫৫
(২) হায়সামী :-মাযমাউদ-যাওয়াইদ :-৯/১৮১ পৃ.

[১০০]
(১) ইমাম হাকেম নিশাপুরী :- আল-মুস্তাদরাক :-৩/১৮১ পৃ. হাদীস :-৪৭৭৬

[১০১]
(১) ইমাম তাবারানী :- মু-জামুল কাবীর :- ৩/৫০ পৃ. হাদিস :-২৬৫৫

[১০২]
(১) খতিব তিবরিযী :- মেশকাত :- মানাকিবে আহলে বায়াত ৪/৫৮৮ পৃ. হাদীস নং-৬১৫৬
(২) ইমাম তিরমিজী :- আস-সুনান:- ৫/৬১০পৃ. হাদীস :-৩৭৫৮
(৩) ইমাম আহমদ :- আল-মুসনাদ :- ৪/১৬৫ পৃ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

তাফসীরে রয়েছে মূলত নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। আর মোট ৫টি তাফসীরে রয়েছে ভিন্নমত। তার মধ্যে থানভীর বয়ানুল কুরআন এবং মওদুদীর তাফহীমুল কুরআন অন্যতম। সংক্ষেপে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের মতামত পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হল। "নূর" দ্বারা বাস্তব পক্ষে কী বুঝানো হয়েছে আর আমি আরো অনেক তাফসীরকারকদের মতামত পুস্তিকা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় উল্লেখ করিনি। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ে লিখেছেন, নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোন সাহাবীর এবং তাবেয়ীর মতামত নেই। তাই আমি প্রথমে ১নং এ সাহাবীদের এবং ৬, ১৯, ২০, ২১ এ তাবেয়ীদের মতামত দিয়ে তার মিথ্যা বক্তব্যের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছি।

(১) মুফাসসির কুল সম্রাট, বিশিষ্ট সাহাবী, রাসূল (ﷺ) এর চাচাত ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ স্বীয় উল্লেখযোগ্য তাফসীর "তানভিরুল মিক্বাস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাসে' উল্লেখ করেন

قد جاءكم من الله نور يعني محمد صلى الله عليه وسلم –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এই নূরের মর্মার্থ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)।[১০৩]

(২) বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী ؒ স্বীয় বিখ্যাত তাফসীর "তাফসীরে জালালাইন" এর ১০১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور هو النبي صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে, সেই নূর হলেন নবী করীম (ﷺ)।[১০৪]

(৩) আল্লামা ইমাম খাজেন ؒ বলেন,

قد جاءكم من الله نور يعني محمدا صلى الله عليه وسلم انما سماه الله نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নূর এসেছে আর তা হল মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে নূর হিসেবে নামকরণ করেছেন, কারণ তাঁর নূর দ্বারা মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। যেমনিভাবে নূর দ্বারা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়।[১০৫]

(৪) ইমাম কাজী নাসিরুদ্দিন বায়জাভী ؒ তার তাফসীরে উল্লেখ করেন, قيل : يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ- এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতে নূর মানে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।[১০৬]

(৫) বিখ্যাত উসূলবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী ؒ তার তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور النور محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يهتدى به كما سمى سراجا منيرا –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর "নূর" হলো মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)। কারণ, তার মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যায়। যেমনিভাবে তাকে সু-উজ্জল প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১০৭]

(৬) আল্লামা ইমাম সৈয়দ মাহমুদ আলূসী ؒ বলেন,

قد جاءكم من الله نور عظيم وهو نور الانوار والنبي المختار صلى الله عليه وسلم واليه ذهب قتادة والزجاج –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান নূর এসেছে। আর তিনি হচ্ছেন নূরুল আনোয়ার বা সকল নূরগুলোর নূর আল্লাহর মনোনীত নবী (ﷺ)। এটাই বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ ؒ ও যুজাজ ؒ এর অভিমত।[১০৮]

(৭) বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী ؒ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل المراد بالاول هو الرسول عليه الصلوة والسلام وبالثاني القران (وقال بعد) سمى الرسول نورا لان اول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال اول ما خلق الله نوري –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সমুজ্জল কিতাব এসেছে । কেউ কেউ বলেছেন প্রথমটা (অর্থাৎ- নূর) মানে রাসূল (ﷺ) আর দ্বিতীয়টা (অর্থাৎ- কিতাব) মানে হচ্ছে- কোরআন মাজীদ (এরপর বলেছেন) রাসূলকে নূর এজন্যই করা হয়েছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম বস্তু, যাকে আল্লাহ তাঁর কুদরত দ্বারা

[১০৩]
১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস : তাফসীরে ইবনে আব্বাস : ৮৫ পৃষ্ঠা

[১০৪]
১. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : তাফসীরে জালালাইন : ১০১ পৃঃ
২. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে হাসীন : পৃষ্ঠা নং-১৫

[১০৫]
১. আল্লামা ইমাম খাজেন : তাফসীরে খাজেন : ২/২৩পৃঃ, মিশর থেকে মুদ্রিত।

[১০৬]
১. আল্লামা ইমাম কাজী নাসিরুদ্দীন বায়জাভী : তাফসীরে বায়জাভী : ২/৩০৭, দারুল ফিকর ইসলামিয়া, বৈরুত।

[১০৭]
১। ইমাম নাসাফী: তাফসীরে মাদারিকুত তানজীল : ১/২৭৬পৃঃ

[১০৮]
১। ইমাম আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ৬/১১৮পৃঃ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অস্তিত্বহীনতার আড়াল থেকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, সেটা ছিলো হুযুর (ﷺ) এরই নূর, যেমন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।" [১০৯]

(৮) আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপথী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم –

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এসেছে অর্থাৎ তা হচ্ছে মুহাম্মদ (ﷺ)। [১১০]

(৯) আল্লামা ইমাম সাভী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور وهو النبى صلى الله عليه وسلم اي اسمى نور لانه ينور البصائر ويهديها للارشاد ولانه اصل كل نور حسى ومعنوى –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর সেই নূর হলো নবী করীম (ﷺ)। তাকে নূর এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে আলোকিত করেন এবং সেগুলোকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তদুপরি, সেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও ভাবগত প্রতিটি নূরের মূল। [১১১]

(১০) বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فيه اقوال الاول ان المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب القران

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। প্রথম নূর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (ﷺ) এবং কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ।

তারপর ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী ওহাবীদের জবাবে বলেন, যারা নুর দ্বারা 'কুরআন' বুঝাতে চান هذا ضعيف - لان العطف يوجب المغايرة بين المعطوف عليه-

অর্থাৎ- এই অভিমত দূর্বল। কারণ "আতফ" (ব্যাকরণগত সংযোজন) "মাতুফ" (সংযোজিত) ও "মাতুফ আলাইহি" (যার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণ করে। [১১২]

(১১) বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম বগভী তার তাফসীরে বলেন,

[১০৯] ১। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ২/৩৭০পৃ:, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

[১১০] ১। কাজী সানা উল্লাহ পানীপথী : তাফসীরে মাযহারী : ৩/৬৭পৃ:

[১১১] আল্লামা ইমাম সাভী : তাফসীরে সাভী আলাল জালালাইন : ১/২৫৮পৃ:

[১১২] ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী : তাফসীরে কবীর : ৩/৩৯৫পৃ:

قد جاءكم من الله نور يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে, উক্ত নূরের মর্মার্থ হলো মুহাম্মদ (ﷺ)। [১১৩]

(১২) ইমাম ইবনে জরীর ত্বাবারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

القول فى تاويل قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقول جل شانه لهؤلاء الذين خاطبهم من اهل الكتاب قد جاءكم يا اهل التورة والانجيل من الله نور يعنى بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذى نور الله به الحق واظهر به الاسلام الخ-

অর্থাৎ- আল্লাহ পাকের বাণী নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে মহা প্রশংসাময় আল্লাহ এসব কিতাবী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওহে তাওরীত ও ইনজীল ধারীরা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর তোমাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ তায়ালা এখানে নূর মানে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কথা বুঝিয়েছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সত্যকে আলোকিত করেছেন এবং ইসলামকে জাহির করেছেন। [১১৪]

(১৩) আল্লামা ইমাম শরবীনী উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

قد جاءكم من الله نور هو محمد عليه الصلوة والسلام –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। নূর হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আলাইহি সালাতু ওয়াস্ সালাম। [১১৫]

(১৪) আল্লামা মোল্লা মঈন কাশেফী বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين گفة اند كه نور حضرت رسالة پناه صلى عليه وسلم است وكتاب مبين قران است –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে । বর্ণিত হয়েছে যে, নূর মানে হযরত রাসূলে করীম (ﷺ) এবং সুস্পষ্ট কিতাব মানে কুরআন। [১১৬]

(১৫) আল্লামা ইমাম কাজী আয়াজ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন,

[১১৩] আল্লামা ইমাম বগভী : তাফসীরে মা'আলিমুত্ তানযিল : ১/২৭৩পৃ:

[১১৪] ইমাম জারীর ত্বাবারী : জামেউল বায়ান : ৬/৯২ পৃ

[১১৫] আল্লামা শরবীনী : তাফসীরে সিরাজুম মূনীর : পৃ-৩৬০

[১১৬] আল্লামা মোল্লা মঈন কাশেফী : তাফসীরে হুসাইনীতে: ২৪২ পৃ:

وقال القاضى عياض المالكى فى كتاب الشفاء : قد سماه الله تعالى فى القران في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين –

অর্থাৎ- ইমাম কাজী আয়াজ মালেকী তাঁর কিতাব আশ শিফায় উল্লেখ করেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজীদে হুযুর (ﷺ) কে নূর ও সমুজ্জলকারী প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এজন্যই এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। [১১৭]

১৬। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন-

اى لظهور الحق عليه الصلاة و السلام لانه يهتدى به من الظلمات الى النور- شرح الشفاء:১/৫১

অর্থাৎ- নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ) উদ্দেশ্য, কেননা তাঁর দ্বারা সত্য প্রকাশ হয়েছে। যেমন তাঁর দ্বারা অন্ধকার হতে মানুষ আলোর দিকে আসে। [১১৮]

(১৭) তাফসীরে "সাওয়াত্বি উল ইলহামের" ২৫২ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে। আর "নূর" মানে মুহাম্মদ (ﷺ)

(১৮) আল্লামা ইমাম কুরতুবী তাঁর বিখ্যাত "তাফসীরে কুরতুবী"এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদী কে (ﷺ) বুঝিয়েছেন।

(১৯) আহলে হাদীস মাওলানা কাজী শাওকানী সাহেবে স্বীয় "তাফসীরে ফাতহুল কাদীর"এর ২/২৩ পৃষ্ঠায় বলেন-

قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه و سلم –فتح القدير: ২৩\২

অর্থাৎ- তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। ইমাম যুজাজ বলেন- এই নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- রাসূল (ﷺ)।

২০। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে আরো উল্লেখ করেন, قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه و سلم

অর্থাৎ ইমাম যুজাজ বলেন, উক্ত আয়াতে "নূর" দ্বারা উদ্দেশ্য হল নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)।

২১। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দীস এবং হাদীসের সমালোচক ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান জওজী বলেন-

[১১৭] ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১পৃ:, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

[১১৮] মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা: ১/৫১পৃ:

قوله تعالى قد جاء كم من الله نور قال قتادة يعنى بالنور النبى محمد صلى الله عليه و سلم-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূর মানে হযরত রাসূলে করীম (ﷺ)। [১১৯]

(২২) আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাইল নাবহানী বলেন–

قال الله تعالى (قد جاءكم من الله نور) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم (وكتاب مبين) يعنى القران –

অর্থাৎ- নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ) আর কিতাব দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। [১২০]

(২৩) আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ উমাদী আবুস সউদ তার তাফসীরে উল্লেখ করেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل المراد بالاول هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالثانى القران –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সমুজ্জল কিতাব। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমটা (নূর) মানে রাসূল (ﷺ)। আর দ্বিতীয়টা কিতাব মানে হচ্ছে কুরআন মাজীদ। [১২১]

(২৪) বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন-

قد جاءكم من الله نور يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز المعرفة تفسير الواحدى:313/1 অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে। এর মর্মার্থ হল নবী করিম (ﷺ) [১২২]

(২৫) অপরদিকে ইমাম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ মাখলুফ ছা'লাভী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

قد جاءكم من الله نور و هو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم- الجوهر الحسان في تفسير القران المعروف تفسير الثعالبى:453/1

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে। আর "নূর" মানে মুহাম্মদ (ﷺ) [১২৩]

(২৬) বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর "তাফসীরে সিরাজুম মুনীর" এর ৬/১৩২পৃষ্ঠায় রয়েছে-

[১১৯] ১। ইমাম জওজী :যা'দুল মাইসীর:২/৩৬১পৃ:, মাকতুবারে ইসলামীয়া, বৈরুত।

[১২০] আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাইল নাবহানী : জাওয়াহিরুল বিহার:৪/২৫১পৃ:

[১২১] আল্লামা আবুস সাউদ : তাফসীরে আবিস সাউদ : ৪/৩৬

[১২২] ইমাম ওয়াহেদী : তাফসীরে ওয়াহেদী: ১/৩১৩পৃ:, মাকতাবারে আল দুরারুস সামীয়া, বৈরুত।

[১২৩] ইমাম ছা'লাভী: তাফসিরে ছা'লাভী:১/৪৫৩পৃ:

(قد جاء كم من الله نور) هو النبى صلى الله عليه وسلم (و كتاب مبين) قران بين ظاهر- تفسير السراج المنير- مصنف: الاستاذ الدكتور وهيته الزحيل: 132/6

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সমুজ্জ্বল কিতাব এসেছে । কেউ কেউ বলেছেন প্রথমটা (অর্থাৎ- নূর) মানে রাসূল (ﷺ) আর দ্বিতীয়টা (অর্থাৎ- কিতাব) মানে হচ্ছে- কোরআন মাজীদ

(২৭) তাফসীরে নাযমুদ্ দুরুরে বর্ণিত হয়েছে-

(قد جاء كم) عظمة بقوله معبرا بالاسم الاعظيم (من الله) اى الذى له الاحاطة بأوساف الكمال (نور) اى واضح النورية و هو محمد صلى الله عليه و سلم- تفسير نظمر الدرر - تصنف: علامه برهان الدين ابى الحسن ابراهيم بن عمر البقاعى : 319/2

(২৮) তাফসীরে কাদেরীর ১ম খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ রয়েছে।

(২৯) মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভীর রচিত "তাফসীরে মূদ্বিহুল কোরআনের" ১/১০৩ পৃষ্ঠায় নুর দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।

(৩০) শুধু তাই নয় বাংলাদেশের অন্যতম দেওবন্দী আলেম মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেবের তাফসীর নূরুল কোরআনের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতে "নূর" দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩১) এমনকি দেওবন্দীদের গুরু মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার "এমদাদুস সুলুক" গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবে-

حق تعالى درشان حبيب خود صلى الله عليه و سلم فرمود كه آمده نزد شما از طرف حق تعالى نور و كتاب مبين و مراد از نور ذات پاك حبيب خدا صلى الله عليه و سلم است و نيز

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তার হাবীব (ﷺ) এর শানে বলেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা হাবীবে খোদা (ﷺ) এর পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে। [১২৪]

(৩২) বর্তমানে নজদী সরকার কর্তৃক বিনা মূল্যে দেয়া "তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন" (যা মাওঃ মহিউদ্দিন খান অনুবাদিত) এর ৪২৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

(৩৩) দেওবন্দী "তাফসীরে মাজেদী শরীফ" এর২/৫০৯ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১৫, হাশিয়া নং ৭৩ এ বলা হয়েছে।

অর্থাৎ- "নূরে"র অর্থ হল মুহাম্মদ (ﷺ) এবং "কিতাবে মুবিন" এর অর্থ হল ঐ কুরআন, যা নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। (ইবনে জারীর) যুজাজ বলেন- নূর হল মুহাম্মদ(ﷺ), কিতাবে মুবিন হল- আল-কুরআন, কেননা তা হুকুম আহকামকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। (কুরতুবী) [১২৫]

অনুরূপ মোট ৪৫ টি তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে উক্ত আয়াতে নূর বলতে রাসূল (ﷺ)এর নূর মোবারককে বুঝানো হয়েছে।

তাই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মিথ্যা কথার জবাবে বলতে চাই, তিনি "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, তোমাদের কাছে নূর এসেছে বলতে রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে, এই ব্যাখ্যা রাসূল (ﷺ) বা কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়।

দেখুন ১ নং তাফসীরে সাহাবীদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ এর ও তাবেয়ীদের এবং গ্রহণযোগ্য ইমামদের বক্তব্য বা মতামত উল্লেখ করেছি। সুতরাং উক্ত বইয়ের তথাকথিত কেমন মিথ্যুক এবং কুরআনের অপব্যাখ্যাকারী তা আপনারাই বিবেচনা করুন। মহান আল্লাহ বলেন- اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ অর্থাৎ - আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর, তাঁর নূরের উপমা। (সূরা আন্-নুর : আয়াত নং-৩৫) مَثَلُ نُورِهِ এর ব্যাখ্যায় হযরত কা'ব বিন আহবার ؓ এবং হযরত ইবনে যুবাইর ؓ বলেন-

المراد بالنورالثاني ههنا محمد صلى الله عليه و سلم وقوله تعالي مثل نوره اي نور محمد صلى الله عليه و سلم

আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'মাসালুনুরিহী' এর মধ্যে দ্বিতীয় নূর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।[১২৬]

[১২৪] রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী: এমদাদুস সুলুক: ৮৫পৃঃ

[১২৫] আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী: "তাফসীরে মাজেদী"এর২/৫০৯ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত।

[১২৬] ১.ইমাম কাজী আয়াজ: শিফা শরীফ: ১/১০পৃঃ
২.মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা: ১/৫১পৃঃ

সপ্তম অধ্যায় : আকাইদ (খ)

রাসূল(ﷺ)মিলাদে উপস্থিত হতে পারেন ধারণা রাখা প্রসঙ্গে।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মমিন

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়তী ؒ এর বিখ্যাত গ্রন্থ "শরহে সুদুরে" লিখেন

ان اعتقد الناس ان روحه ومثاله فى وقت قراءة المولد وختم رمضان و قراءة القصائد يحضر جاز

অর্থাৎ-যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মোবারক ও তার জিসমে মিছালী মীলাদ পাঠের সময়, রমযানে খতমে কুরআনের সময় এবং নাত পাঠ করার সময় উপস্থিত হয়, তবে এ বিশ্বাস পোষণ করা জায়েয। [১২৭]

শুধু তাই নয় আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী ؒ এর প্রসিদ্ধ কিতাব انتباه الاذكياء فى حياة الاولياء এর ৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

النظر فى اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد فى اقطار الارض والبركة فيها وحضور جنازة من صالحى امته فان هذه الامور من اشغاله كما وردت بذلك الحديث والاثار -

অর্থাৎ- উম্মতের বিবিধ কর্ম কান্ডের প্রতিদৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দুআ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাযাতে অংশগ্রহণ করা, এগুলোই হচ্ছে হুযুর (ﷺ) এর সখের কাজ। অন্যান্য হাদীস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়। [১২৮]

বিশ্ববিখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ؒ তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মূলকের শেষে উল্লেখ করেন

قال الامام الغزالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العالم مع ارواح الصحابة لقدرة كثير من الاولياء -

সূফী কূল সম্রাট হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ؒ বলেছেন, হুযুর (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামের রুহ মোবারক জগতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার আছে। তাই অনেক আওলিয়া কিরাম তাদেরকে দেখেছেন। [১২৯] তাই নবীগন ও আল্লাহর ওলীগণ এক সময়ে বহু জায়গায় উপস্থিত হয়ে থাকে। আর রাসূল (ﷺ) এর তো কোন তুলনাই চলে না।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহ এর باب ما يقال عند من حضرت الموت শীর্ষক অধ্যায়ের শেষে উল্লেখিত আছে- ولا تباعد عن الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها فى اماكن مختلفة فى ان واحد -

অর্থাৎ- ওলীগণ একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। একই সময়ে তারা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন। [১৩০]

তাই বহু জায়গায় ওলীগণ যদি একাধিক শরীরে যেতে পারেন আর রাসূল (ﷺ) কি যেতে পারেন না? বরং তার সাথে কোন তুলনাই হতে পারে না? এ প্রসঙ্গে আরও দলীল রয়েছে, যেমন–

শিফা শরীফে ইমাম কাজী আয়াজ আল মালেকী ؒ লিখেন,

ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته -

অর্থাৎ- যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। [১৩১]

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ؒ শরহে শিফা গ্রন্থে লিখেন لان روح النبى عليه السلام حاضر فى بيوت اهل الاسلام -

অর্থাৎ- কেননা, নবী (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন। [১৩২]

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ؒ মিরকাতের ২য় খন্ডে বাবে মাসাজিদ অধ্যায়ে লিখেন-

وقال الغزالى سلم عليه اذا دخلت فى المسجد فانه عليه السلام يحضر فى المسجد -

অর্থাৎ- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ؒ বলেছেন, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখন হুযুর (ﷺ)

[১২৭] ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়তী :শরহে সুদুর
২. মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জাআল হক : ১/১৪৭, পৃ

[১২৮] ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়াতী : আল-হাভী লিল ফাতওয়া: ২/১৮৪-১৮৫পৃ -

[১২৯] ১। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ১০ /১১৪পৃঃ, সূরা মূলক।

[১৩০] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত চতুর্থ খন্ড, পৃ- ১০১ হাদীস নং-১৬৩২

[১৩১] ইমাম কাজী আয়াজ: শিফা বি তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা: ২/৪৩পৃঃ,

[১৩২] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা: ২/১১৮পৃ, দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কে সশ্রদ্ধ সালাম দিবেন। কারণ তিনি মসজিদ সমূহে বিদ্যমান আছেন।[১৩৩]

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দেস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) ফয়যুল হারামাঈন কিতাবে নিজের মতামত প্রকাশ করে বলেন-

ورايته صلى الله عليه وسلم فى اكثر الامور بيدى اى صورته الكريمة التى كان عليها مرة بعد مرة فتفطنت ان له خاصة من تقويم روحه بصورة جسده عليه السلام وانه الذى اشار اليه بقوله ان الانبياء لا يموتون وانهم يصلون فى قبورهم وهم يحجون وانهم احياء -

অর্থাৎ- আমি রাসূল (ﷺ) কে অধিকাংশ দ্বীনি ব্যাপারে তার নিজ আকৃতিতে আমার সম্মুখে বার বার দেখেছি। এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, তার রুহ মোবারকের এমন বিশেষ শক্তি রয়েছে যে, তা তার আকৃতি ধারণ করতে পারে। এটা রাসূল (ﷺ) এর ঐ উক্তির ইঙ্গিত যে, নবীগণ মরে না, তারা নিজ নিজ কবরে নামায পড়ে থাকেন, তারা হজ্জ করে থাকেন এবং তারা জীবিত আছেন।[১৩৪]

সূফীকুল সম্রাট ইমাম শারানী (রহ.) এর অন্যতম গ্রন্থ لواقح الانوار القدسية فى البيان العهود المحمدية এর ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, আমার পীর শেখ নূরুদ্দীন শাওনী (রহ.) প্রতিদিন দশ হাজার বার দুরূদ পড়তেন আর শেখ আহমদ যাওয়াভী (রহ.) চল্লিশ বার তার অযীফা পড়তেন। তিনি একবার আমাকে (শারানী) কে বললেন-

طريقتنا ان نكثر من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حتى يصير يجالسنا يقظه ونصحبه مثل الصحابة ونساله عن امور ديننا وعن الاحاديث التى ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلى الله عليه وسلم فيها وما لم يقع لنا ذلك فلسنا من لم اكثرين للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم -

অর্থাৎ- আমাদের বাধা নিয়ম এই যে, আমরা নবী করীম (ﷺ) এর উপরে এত অধিক সালাম (দরুদ) পড়তাম যাতে তিনি জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নিকট বসতেন, সাহাবাগণ যেমনিভাবে তার সাহচর্য যে রূপ লাভ করেছেন, আমরাও সেরূপ সাহচর্য লাভ করতাম, আমাদের দ্বীনি বিষয়গুলো তার নিকট ফয়সালা করে নিতাম, যে সমস্ত হাদীস মুহাদ্দিসগণ, হাফেযে হাদীসগণ যঈফ বলেছেন, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর জেনে নিতাম এবং তার নাম অনুসারে ঐ সমস্ত হাদীসের উপরে আমল করতাম। যে পর্যন্ত আমরা ঐ পর্যায়ে না পৌছতাম, সে পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে সালাত (দরুদ) স্পষ্টকারী বলে গণ্য করতাম না। এখন আমি দেওবন্দীদের পীর ও গুরু এবং পীরানে পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) মীলাদে নবীজী হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গে দলিল পেশ করব। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শামায়েলে এমদাদীয়া" এর মধ্যে বলেন, البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہئے - اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جا ئے مضائقہ نہیں کیوں کہ عالم خلق مقید برزمان ومکان ہے - لیکن عالم امر دونوں سے پاك ہے - پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں - অর্থাৎ- "মীলাদ শরীফে" কিয়াম করার সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন ভূমিষ্ট হচ্ছেন এ ধরনের বিশ্বাস না রাখা উচিত। আর যদি মাহফিলে তাশরীফ আনেন এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে অসুবিধা নেই, কারণ এ নশ্বর জগতে কাল ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। আর পরকাল স্থান-কালের সম্পর্ক থেকে মুক্ত। অতএব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে তাশরীফ আনয়ন করা ও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়।[১৩৫]

উক্ত গ্রন্থটি মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেব কৃত সত্যায়িত করা হয়েছে। যা দেওবন্দ এর "মাকতুবায়ে থানবী" লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

শুধু তাই নয় হাজী সাহেব আরও বলেন, رہایہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو تے ہیں اسی اعتقاد کو کفر و شرك کہنا حد سے بڑھنا کیوں کہ یہ امر ممکن عقلا ونقلا - بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی و ہوتاہے -

অর্থাৎ এ আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখা যে, মিলাদ মাহফিলে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন, এ 'কুফর' ও 'শিরক' নয়, বরং এমন বলা সীমা লংঘন ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এ বিষয়টি যুক্তিভিত্তিক ও শরীয়তের দলীলের আলোকে সম্ভব। এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাস্তবে তা ঘটেও থাকে।[১৩৬]

[১৩৩] ১.আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ২য় খন্ড, মসজিদ অধ্যায়।

[১৩৪] আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী : ফয়যুল হারামাঈন : ২৪৫ পৃ

[১৩৫] হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : শামায়েলে এমদাদীয়া : পৃষ্ঠা নং ১০৩: মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ।

[১৩৬] আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : কুল্লীয়াতে এমদাদীয়া। পৃ। ১০৩, মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ,ভারত)

দেওবন্দীদের বড় হুজুর ও গুরু মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার "এমদাদুস সুলুক" (বর্তমানে এটা ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা হতে এরশাদুল মূলুক নামে প্রকাশিত হয়েছে।) গ্রন্থে বলেন, অর্থাৎ মুরীদ ও দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখবে যে, পীরের রূহ এক স্থানে আবদ্ধ নয়। মুরীদ যেখানে হোক- দূরে বা নিকটে, যদিও পীরের দেহ অনেক দূরে, কিন্তু পীরের রূহ বা আত্মা থেকে দূরে নয়। এ ধরনের বিশ্বাস যখন মজবুত হয়ে যাবে, তখন সবসময় পীরকে স্মরণ করবেন। তাহলে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং সবসময় পীরের আত্মা থেকে উপকার লাভ করবে। মুরীদ বিভিন্ন ঘটনায় পীরের মুখাপেক্ষী হয়, তখন পীরকে অন্তরে হাজীর বা উপস্থিত জেনে বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে পীরের নিকট জানতে চাইবে, তখন নিশ্চয়ই পীরের রূহ আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে অবশ্যই জানাইয়া দিতে পারেন।

অষ্টম অধ্যায় : আহলে হাদীস কে খন্ডন

মাযহাব মানতে হবে কেন ?

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ মমিন

অতি সাম্প্রতিক আহলে হাদীস নামক একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রবল বেগে গজিয়ে উঠেছে। তারা আহলে হাদীস নামকরণের মাধ্যমে মূলত বিশ্বব্যাপী ইহুদী-নাসারার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তাদের ভ্রান্ত আক্বিদার অন্যতম মাযহাব মান্য না করা। মাযহাব সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে আমি তা প্রশ্নের আলোকে সাজিয়েছি, যে প্রশ্নগুলো আহলে হাদিসগন হানাফিদের কাছে প্রতিনিয়তই করে থাকে।

(১) মাযহাব কি ?
(২) এবং কেন মাযহাব মানতে হবে ?
(৩) কুরআনে কি মাযহাব মানার দলীল আছে ?
(৪) রাসূল (ﷺ) কি মাযহাব মেনেছেন ?
(৫) সাহাবীরা কি মাযহাব মেনেছেন ?
(৬) তাবেঈ কি মাযহাব মেনেছেন ?
(৭) মুহাদ্দিসগন কী মাযহাব মেনেছেন ?
(৮) কুরআন হাদিস দেখে আমল করলে অসুবিধা কোথায়?
(৯) কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে ?
(১০) আহলে হাদিসরা কিভাবে মাজহাব মানে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব আমাদের খুবই প্রয়োজন। আশা করি কুরআন ও হাদিসের দলীলের মাধ্যমে আপনাদেরকে উত্তরগুলো দিয়ে উপকৃত করার চেষ্টা করবো।

(১) মাযহাব কি ?

মুজতাহিদ হল কুরআন সুন্নাহ, সাহাবাদের ফাতওয়া, কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐক্যমত্যে এবং যুক্তির নিরিখে কুরআন সুন্নাহ থেকে মাসআলা বেরকারী গবেষক দলের নাম। আর তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসআলার নাম মাযহাব।

যাহাকেই তাকলীদ বলা হয় । ইমাম গাযযালী (রহ.) "কিতাবুল মুস্তাফা " এর ২/৩৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

التقليد هو قبول قول بلا حجة

অর্থাৎ তাকলীদ হলো কারো মুজতাহিদ ইমামদের উক্তিকে বিনা দলিলে গ্রহণ করা।

(২) এবং কেন মাযহাব মানতে হবে ?

মাযহাব পালন এই জন্য বলা হয় যে, যেহেতু কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে আলেম খুবই নগণ্য। যারাও আছে তারা কুরআনে কোন আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে, কোন আয়াতের হুকুম বহাল আছে, কোন আয়াত কোন পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কোন আয়াত কাদের উদ্দেশ্য করে নাজিল হয়েছে। কোন আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি ? আরবী ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই বাক্যটি ? ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞ হন না। সেই সাথে কোনটি সহীহ হাদিস, কোনটি দুর্বল হাদিস ? কোন হাদিস কী কারনে দুর্বল? কোন হাদিস কী কারনে শক্তিশালী ? হাদিস বর্ণনা কারীদের (আসমাউর রিজাল) জীবনী একদম জ্ঞানী আলেম এখন নাই বললেই চলে। অথচ হাদিসের বর্ণনাকারী শক্তিশালী না হলে তার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয় না।

(৩) কুরআনে কি মাযহাব মানার দলীল আছে ?

আরো প্রশ্ন করতে পারেন কুরআনে কী মাযহাবের কথা আছে ? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে যেমন মহান আল্লাহ বলেন –

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم

অর্থাৎ হে ঈমানদারগন। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রধানকারী রয়েছে, তাদেরও।[১৩৭]

উক্ত আয়াতে وأولي الامر منكم এর ব্যাখ্যায় হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন اهل العلم والفقه-অর্থাৎ আলেম ও মুজতাহিদ ফকীহ গনের আনুগত্য কর।[১৩৮]

[১৩৭] (১) সূরা নিসা : আয়াত নং- ৫৯

[১৩৮] (১) ইমাম হাকেম নিশাপুরী । আল-মুস্তাদরাক ।১/২১১ কিতাবুল ইলম, হাদীস নং-৪২২
(২) ইমাম তাবারী । তাফসীরে তাবারী ।৪/১৫১পৃ হাদীস। নং ৯৮৬৭
(৩) আল্লামা শাওকানী । ফতহুল কাদীর । ১/৩৮০পৃ

শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- (وأولي الامر) يعني اهل الفقه والدين منكم

অর্থাৎ (তোমরা আদেশ দাতার আদেশ মান্য কর) তিনি বলেন আদেশ দাতা হল দ্বীনের মুজতাহিদ ফকীহগন । [139]

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ ؒ বলেন أولي الامر منكم قال – اولي الفقه منكم

অর্থাৎ তোমরা আদেশ দাতার আদেশ মান্য কর, ইমাম মুজাহিদ বলেন এখানে আদেশ দাতা হলেন মুজতাহিদ ফকিহগন। [140]

ইমাম মুজাহিদ ؒ অপর আরেকটি বর্ণনা হল-

اولي الفقه والعلم

অর্থাৎ তিনি বলেন মুজতাহিদ ফকীহগণকে এবং ইলমের অধিকারী ব্যক্তিদের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। [141]

তাবেয়ী ইমাম নাজিজ ؒ বলেন

اولي الفقه في الدين والعقل অর্থাৎ তিনি বলেন এর দ্বারা 'তোমরা দ্বীনের ফকীহগনকে এবং আক্কলবান জ্ঞানীদেরও আনুগত্য কর বুঝানো হয়েছে। [142] উক্ত তাবেয়ী আবার তার শায়খ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ ؒ এর সূত্রে অনুরুপ আরো বর্ণনা করেছেন। [143]

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম আতা ؒ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন -أولي الامر منكم- قال - اولي العلم والفقه

অর্থাৎ তোমরা আদেশ দাতার আদেশকে আনুগত্য কর। ইমাম আতা ؒ বলেন তারা হলেন ইলমের অধিকারী এবং ফকীহগন। [144]

ইমাম আতা ؒ থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় তিনি বলেন- قال الفقهاء والعلماء

অর্থাৎ তোমরা মুজতাহিদ ইমামগনকে আনুগত্য কর এবং আলেমদের আদেশকে। [145]

এ ব্যাপারে ইমাম হাসান বসরী ؒ ইমাম আবুল আলিয়া, হযরত কাতাদা, ইমাম তবারী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম রাজী, ইবনে কাসীর, ইমাম সাভী, শাওকানী , ইমাম যাহ্হাক (রহঃ) অনুরুপ মতামত পেশ করেছেন। [146]

(৪) রাসূল (ﷺ) এর মাযহাব কী ?

মাযহাব কী এটা নিশ্চয় আগের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। সেই হিসেবে রাসূল (ﷺ) এর দুনিয়াতে কারো মাযহাব অনুসরনের দরকার নাই। কারণ তিনি নিজেইতো শরীয়ত প্রণেতা। তিনি কার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অনুসরণ করবেন ? তিনি কেবল আল্লাহ তা'আলার থেকেই সমাধান জেনে আমল করেছেন, এবং আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৫) সাহাবীদের মাযহাব কী ?

সাহাবায়ে কিরাম যারা সরাসরি রাসূল (ﷺ) এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করা ছিল আবশ্যক। এছাড়া কারো ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু যে সকল সাহাবারা ছিলেন নবীজী (ﷺ) থেকে দূরে তারা সেই স্থানের বিজ্ঞ সাহাবীর মাযহাব তথা মত অনুসরণ করতেন।

যেমন- عن معاذ: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حين بعثه الي اليمن فقال كيف تصنع اي عرض لك قضاء قال : أقضي بما في كتاب الله: قال فان لم يكن في كتاب الله- قال فبسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال فان لم يكن في سنة رسول الله- قال : اجتهد رايي لا الو قال: فضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم صدري- ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما يرضي رسول الله-

ইয়ামানে হযরত মু'আয বিন জাবাল ؓ এর মত তথা মাযহাবের অনুসরণ হত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ কে অনুসরণ করতেন ইরাকের মানুষ। রাসূল (ﷺ) যখন মুআয ইবনে যাবাল ؓ কে জিজ্ঞেস করলেন, 'যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যাস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে'? তখন তিনি বললেন, 'আমি ফয়সালা করবো কিতাবের (কুর'আনের) দ্বারা।' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'যদি কিতাবুল্লাহ এ না পাও'? তিনি বলেন,'তাহলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাহ দ্বারা ফয়সালা করবো।' রাসূল (ﷺ) বললেন,'যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাহে না পাও'? তখন তিনি বললেন,'ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবন করার চেষ্ঠা করব।' তখন তিনি বললেন,'যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর প্রতিনিধিকে সেই তাওফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।' [147]

এই হাদিসে লক্ষ করুন, রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্দশায় হযরত মু'আয ؓ বলেছেন যে, আমি কুরআন -সুন্নাহ এ না পেলে নিজ থেকে ইজতিহাদ করবো, আল্লাহর নবী বললেন, 'আল হামদুলিল্লাহ।' আর ইয়ামেনের লোকদের উপর হযরত মুয়াজের মত তথা মাযহাব অনুসরণ যে আবশ্যক এটাও কিন্তু হাদিস দ্বারা স্পষ্ট। এ ছাড়া সাহাবাদের যুগে যে সকল ফক্বীহ সাহাবীগণ যে অঞ্চলে অবস্থান করতেন সে অঞ্চলের ফক্বীহ তাবেয়ীগণ তাদের মাযহাব তথা মত অনুসরণ করতেন। এবং এমনকি সাহাবীদের যুগেও সাধারণ সাহাবাগণ ফক্বীহ সাহাবীদের অনুসরণ করতেন। যেমন: মিশকাত শরীফে কিতাবুল 'বুয়ূ' বাবুল ফারায়েজ-এ বর্ণনা করা হয়েছে : হযরত আবু মূসা আশআরী ؓ হযরত ইবনে মাসউদ ؓ সম্পর্কে বলে ছিলেন- لا تسئلوني مادام هذا الحبر فيكم

অর্থাৎ যতদিন এ হযরত ইবনে মাসউদ ؓ আপনাদের মধ্যে থাকবেন, ততদিন আমার নিকট মাসাইল জিজ্ঞাসা করবেন না। [148]

সাহাবীদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল-

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব ؓ হযরত আলী ইবনে আবি তালিব ؓ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ হযরত আয়িশা ؓ হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত ؓ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ؓ প্রমুখ সাহাবাগণ।

(৬) তাবেয়ীদের মাযহাব কি?

তাবেয়ীরা যে সকল এলাকায় থাকতেন, সে সকল এলাকার বিজ্ঞ সাহাবীদের বা বিজ্ঞ মুজতাহিদের মত তথা মাযহাবের অনুসরণ করতেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ এর অনুসারী ছিল ইরাকের তাবেয়ীরা।

তার পর মদীনায় যাদের মত তথা মাযহাবের অনুসরণ করা হত তাদের মাঝে উল্লেখ যোগ্য হল :- হযরত ইমাম জুহরী ؒ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ؒ হযরত রাবিয়া ইবনে আব্দুর রহমান ؒ ।

আর মক্কা-মুকাররমায় ছিলেন :-আতা ইবনে আবু রাবাহ ؒ আলী ইবনে আবু তালহা ؒ আব্দুল মালিক ইবনে জুরাইজ ؒ প্রমুখ।

আর কুফায় ছিলেন :- হযরত ইব্রাহিম আন -নাখঈ ؒ আমীর ইবনে শুরাহবিল ؒ শা'বী ؒ, আলকামা ؒ আল-আসওয়াদ ؒ ।

আর-বাসারায় ছিলেন :- হাসান আল-বাসারী ؒ ।

ইয়ামানে হযরত তাওস ইবনে কায়সান ؒ । শামে হযরত মাকহুল ؒ প্রমুখ।

যাদের ফতোয়া বিধৃত হয়েছে : মুয়াত্তাগুলোতে, মুসনাদগুলোতে, আর সুনানগুলোতে, যেমন- মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ইমাম মুহাম্মদ ؒ এর কিতাবুল আসার, ইমাম তাহাবী ؒ এর শরহু মায়ানিল আসার ইত্যাদি গ্রন্থে।

(৭) কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে অসুবিধা কোথায় ?

কি কি অসুবিধা তা আশা করি মাযহাব কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে পেয়ে গেছেন। সেই উত্তরটি আবার দেখে নিন।

(৮) মুহাদ্দিসগণ কি মাযহাব মেনেছেন ?

এই কথাটি বুঝার আগে একটি কথা আগে বুঝে নিন। সেটা হল রাসূল (ﷺ) এর যুগ থেকে দুটি দল চলে আসছে, একটি দল হল যারা ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী তারা ইজতিহাদ করতেন তথা মন দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে। আর একদল ছিলেন যাদের এই ক্ষমতা ছিলনা, তারা সেই মুজতাহিদদের তথা মাজহাবের অনুসরণ করতেন।

ঠিক একই অবস্থা ছিল সাহাবাদের যুগে। একদল ছিল মুজতাহিদ, যাদের একটি তালিকা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর বিশাল এক জামাআত ছিল যারা ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন না। তারা সেই সকল মুজতাহিদদের মাযহাব তথা মতের অনুসর করতেন। তেমনি তাবেয়ীদের

---

[139]
(১) ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তবারী : ৪/১৫১পৃ. হাদীস ৯৮/৭২
(২) আল্লামা ইবনে কাসীর : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : ২/২৪৫ পৃ.
(৩) ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী : তফসীরে কবীর : ৪/১১৩ পৃ.
(৪) আল্লামা শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ১/৩৮০পৃ.
(৫) ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল -মুস্তাদরাক : ১/২১১ পৃ. হাদীস :৪২৩ পৃ.

[140] ইমাম তাবারী : তাফসীরে তবারী : ৪/১৫১পৃ. হাদীস: ৯৮৬৮

[141] ইমাম তবারী : তফসীরে তবারী : ৪/১৫১পৃ. হাদীস :৯৮৬৯

[142] ইমাম তাবারী : তাফসীরে তাবারী : ৪/১৫২পৃ. হাদীস ৯৮৭০

[143] ইমাম জারীর তবারী : তফসীরে তবারী : ./১৫২ পৃ. হাদীস ৯৮৭১

[144]
(১) ইমাম দারেমী : আস-সুনান : ১/৮৩পৃ. হাদীস : ২১৯
(২) ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তবারী: ৪/১৫৩ হাদীস ৯৮৭৪

[145] ইমাম তবারী : তাফসীরে তবারী : ৪/১৫২পৃ. হাদীস ৯৮৭৫

[146]
(১) ইমাম তবারী : তাফসীরে তবারী : ৪/১৫২-১৫৩ পৃ.
(২) আল্লামা ইবনে কাসীর: তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৪৫পৃ.
(৩) ইমাম রাজী : তাফসীরে কাবীর : ৪/১১৩পৃ.
(৪) ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ূতী : তাফসীরে দূররে মানসূর :

[147]
(১) আহমদ ইবনে হাম্বল: আল-মুসনাদ : মুআসসিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন: ৩৬/৩৩৩পৃ. হাদিস: ২২০০৭
(২) ইমাম আদ-দারিমী: আস-সুনান: ১/২৬৭পৃ. হাদিস: ১৭০, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব।
(৩) ইমাম আবু-দাউদ : আস-সুনান :৩/৩০৩পৃ., হাদিস : ৩৫৯২, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত,লেবানন।
(৪) আত তিরমিযী : আল জামিউল কবির : ৩/৬০৮পৃ., হাদিস: ১৩২৭, মুস্তফা আল-বাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ হলব, মিসর।
(৫) খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুল ইমারত : ৩/হাদীস
(৬) ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ৫/৩৫২পৃ.
(৭) ইমাম আবু হুমায়দী : আল-মুসনাদ : ১/৭২ পৃ. হাদীস : ১২৪
(৮) ইমাম তাহাভী : আল-মুসনাদ : ৭/২৭৮পৃ. হাদীস: ৬৭৬০
(৯) ইমাম যাহাবী : সিয়ারু-আলামিন আন-নুবালা : ১/৪৪৮পৃ.

[148]
(১) বুখারী : আস-সহীহ : কিতাবুল ফারায়েজ : ২/৯৯৭পৃ. হাদীস: ৬৭৩৬
(২) খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুল 'বুয়ূ' : ৩/২৬৪ পৃ. হাদীস : ৩০৫৯
(৩) তিরমিজী : আস-সুনান : ৪/৩৬২পৃ. হাদীস : ২০৯৩
(৪) ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ২/৯০৯পৃ. হাদীস : ২৭২১
(৫) দারেমী : আস-সুনান : ২/৪৪৭পৃ. হাদীস : ২৮৯০
(৬) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ :১/৩৮৯পৃ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

একই অবস্থা ছিল, একদল মুজতাহিদ, আরেক দল ছিল যারা ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন না। তাই তাদের মাঝে কারো কারও মাযহাব রয়েছে কারো কারো নেই। কেউ কেউ নিজেই মাসআলা বের করেছেন, কেউ কেউ অন্য কোন ইমামের অনুসরণ করেছেন।

যেমন: -ইমাম বুখারী মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তার কারও মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজন ছিল না। তবে কেউ কেই তাঁকে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[১৪৯]

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম রহঃ ছিলেন শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী এবং ইমাম তিরমীজিও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১৫০]

সুনানে নাসায়ী শরীফের সংকলক ইমাম আন-নাসায়ী রহঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ -এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ রহঃ ও ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী।[১৫১]

ইমাম তাহাভী রহঃ ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যা তার সংকলিত তাহাওয়ী শরীফ পড়লেই যে কেউ বুঝতে পারবে। এছাড়াও বাকি সকল মুহাদ্দিস হয়তো মুজতাহিদ ছিলেন, নতুবা ছিলেন মুকাল্লিদ কোন-না কোন ইমামের।

(৯) কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে ?

কুরআনে কারীম ৭টি কিরাতে নাজিল হয়েছে। কিন্তু একটি কিরাতে প্রচলন করেছে হযরত উসমান রাঃ। যেটা ছিল আবু আসিম আল-কুফী রহঃ এর কিরাত। এর কারণে ছিল বিশৃঙ্খলা রোধ করা। যেন দীনকে কেউ ছেলে খেলা বানিয়ে না ফেলে আর সবার জন্য এটা সহজলভ্য হয়। তেমনি একটি মাযহাবকে আবশ্যক বলা হয় এই জন্য যে, একাধিক মাযহাব অনুমোদন থাকলে সবাই নিজের রিপুপূজারি হয়ে যেত। যেই বিধান যখন ইচ্ছে পালন করত, যেই বিধান যখন ইচ্ছে ছেড়ে দিত।এর মাধ্যমে মূলত দ্বীন পালন হত না, বরং নিজের প্রবৃত্তির পূজা হত। তাই চতুর্থ শতাব্দীর ওলামায়ে কিরাম একটি মাযহাবের অনুসরনকে বাধ্যতামূলক বলে এই প্রবৃত্তিপূজার পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন। যা সেই কালের ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল। আর একবার উম্মতের মাঝে ইজমা হয়ে গেলে তা পরবর্তীদের মানা আবশ্যক হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সাভী রহঃ সূরা কাহাফ আয়াত -২৪ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

ولا يجوز تقليد ما عدا المذهب الاربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل وربما اداة ذالك الي الكفر لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من اصول الكفر

অর্থাৎ চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরন জায়েয নয়। যদিও সে মাযহাব সাহাবিদের উক্তি, সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের সহিত সঙ্গতি পূর্ণ হয়। যে এ চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী নয়, সে পথভ্রষ্ট এবং পথ ভ্রষ্টকারী। কেননা হাদিছ ও কুরআনের কেবল বাহ্যিক অর্থ গ্রহণই হলো কুফরীর মূল।[১৫২]

অনুরূপ উক্তি আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ করেছেন।[১৫৩]

শুধু তাই নয় বিখ্যাত সুফী ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা' রানী রহঃ লিখেন سمعت سيد علي الخواص رحمة الله عليه يقول : انما امر علماء الشريعة الطالب بالالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقة المريد بالالتزام شيخ واحد অর্থাৎ আমি আমার শায়খ (পীর) হযরত আলী খাওয়াছ রহঃ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি শরীয়তের অনুসারিকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন, মাযহাব চারটা থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাকলীদকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। আর তরীকতের আলিম বা (মুরিদকে) বলেছেন তারা যেন একজন পীরকে অপরিহার্য করে নেয়।[১৫৪]

আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও লাগামহীনভাবে যে মাযহাব মনে চায় সেটাকে মানা সুস্পষ্ট হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেন।[১৫৫]

(১০) আহলে হাদীসরা কীভাবে মাযহাব মানে?

মূলত আহলে হাদীসরাও মাযহাব পালন করে। তবে তারা ৪ মাযহাবের একটিও নয়, বরং আলবানী সহ কতিপয় কিছু উক্ত সম্প্রদায়ের তথাকথিত বিজ্ঞজনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমলের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছে। অথচ এটা সর্বজনসিদ্ধ মাসয়ালা যে, ইসলামে ৪ মাযহাব ব্যতিত অবশিষ্ট সব ভ্রান্ত ও গোমরাহী। যার আলোচনা আমি ইতোপূর্বে করেছি। সুতরাং এরা পঞ্চম মতবাদের উৎপত্তির মাধ্যমে আরো সু-স্পষ্ট করে দিল তারা জঘন্য পাপী এবং ইসলামের চরম শত্রু।

[১৪৯] (১) শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী : আল ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ : ৭৬ পৃ. দারুন নাফায়িস, বয়রুত লেবানন।
(২) ইমাম আস-সুবকী: তাবাকাতুশ শাফিয়া: ২/২১২পৃ. ক্র. ৫০, দারু হিজরা, কায়রো মিসর।
(৩) আহলে হাদিস সিদ্দিক হাসান খান: আবজাদুল উলুম: দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন।

আহলে হাদিস সিদ্দিক হাসান খান: আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তা:১৯৮পৃ.,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবানন।

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী। ফয়যুল বারী শরহে বোখারী :১/৫৮পৃ.

[১৫২] (১) ইমাম সাভী। তাফসীরে সাভী। ৪/১৫পৃ.
[১৫৩] (১) শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী। হুজ্জাতুল্লাহিল -বালিগা : ১/১৫৪ পৃ.
[১৫৪] ইমাম শা' রানী। আল-মিযানুল কোবরা। ১/২৩ পৃ. মোস্তাফা আলবাবী মিশর হতে প্রকাশিত।
[১৫৫] ইবনে তাইমিয়া, মজমুউল ফতোয়া, ২/২৪১পৃ.

মুর্শিদী

নয়নের মণি

হাফেজ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন চাঁদপুরী

মুর্শিদ আমারী নয়নের মণি দিওগো দেখা দরবারে তোমার,
ফরিয়াদ আমার, করিও কবুল গোলাম বলে,
মুর্শিদ আমারী............. ঐ(২)
ওগো মুর্শিদী বিরহে তোমার আগুন জ্বলে,
শুধু দিন রজনী, কবুলও করিও গোলামও বলে নিদানের কালে
... ঐ(২)
আমি যে তোমার প্রেমেতে পাগল, যা কিছু আছে দিয়েছি সকল,
আদরো করিয়া লওনা কুলে নিদানের কালে...ঐ(২)
তুমি যে আমার আশারী আলো জীবনের চেয়ে বেসেছি ভালো,
এত ভালোবাসা গিয়োনা ভুলে, নিদানেরও কালে...ঐ(২)
মালাকুল মাউত আসিবে যখন, নূরানী
চেহারাটা তোমার দেখাইও তখন, দেখিতে দেখিতে
ছবি যাইবো চলে নিদানের কালে দরবারে তোমার ...ঐ(২)
অধম আমি কেন্দে সারা করনা মোরে সাথী হারা,
চিরসাথী হইও নিদানেরও কালে...মুর্শিদ আমারি... ঐ(২)

মুর্শিদী

ভক্তের হৃদয়

মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ

বাবা জামাল শাহ
আমি তোমার এশকে দিওয়ানা
আমি ডাকি বাবা বলে
কোলে তুলে নেওনা
অবুঝ সন্তানের ব্যথা বাবা বিনে বুঝেনা।
সঠিক পথে রাইখো মোরে
অন্য কিছু চাই না। (ঐ)
বাবা যেদিক তাকাই সেদিক দেখি
তোমার প্রেমের নিশানা
তোমায় বিনে ভক্ত হৃদয়
প্রশান্তি যে মিলে না।
নবীজির প্রেম শিখিয়ে দাও (২)
অন্য কিছু চাই না। ঐ
বাবা মনের আগুন মনে জ্বলে
দেখাতে যে পারি না।
তোমায় ছাড়া ভক্তগণের দরদী
আর দেখি না। (২)
তোমার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দাও
অন্য কিছু চাই না। ঐ

ঐতিহাসিক কুতুবিয়া দরবার শরীফের উদ্যোগে
পীরে মোকাম্মেল, মুরশিদে কামেল, আলা-হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়্যদ কুতুবুর রহমান (রাঃ)
এর ৪৪তম ওরশ মাহফিল আগামী ০৬/০২/২০১৫ তারিখ রোজ: শুক্রবার উদ্‌যাপিত হবে।
এতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত
আরজগুজার
পীরে তরিকৃত আল্লামা জামাল উদ্দিন মমিন (মাঃজিঃআঃ) পীর ছাহেব, কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মেসার্স
রূপালী ট্রেডার্স

এখানে সকল প্রকার চায়না পপলিন, রূপালী ডিলাক্স পপলিন, রূপালী অরবিন্দু ভয়েল, মদিনা ভয়েল, রূপালী সাদা পপলিন ও ব্লু পপলিন পাইকারি বিক্রয় ও প্রস্তুত করা হয়।

পরিচালকঃ **প্রবাল সাহা বাপ্পি**

১৮ নং সোনার বাংলা মার্কেট, সমির ম্যানশন ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৮৪০৬২৭, ০১৮৪৯-৭৯৬৯২২, ০১৬৭৪-০৮৯৫৭৭
bappysaha55@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কুতুবিয়া হজ্ব কাফেলা

----- ঃ পরিচালনায় ও আঞ্চলিক হজ্ব প্রতিনিধি ঃ-----

আলহাজ্ব আমিমুল ইহসান

মোবাইল ঃ ০১৭২০-০৩৭৮২৪
সৌদি ঃ ০০৯৬৬-৫০৭০৭১৮২৯

হজ্ব লাইসেন্স নং-১৫২, ওমরা লাইসেন্স নং- ২১১

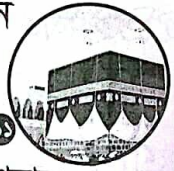

অফিস ঃ উত্তরা ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল
ফোন : ৭১৯৪১৫৭

কুতুবিয়া দরবার শরীফ, চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়নগঞ্জ, মোবাইল ঃ ০১৭১৭-৫৭৪০৬০
উত্তর শাহ পুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মোবাইল ঃ ০১৮১৫-০৫০৮৯৫

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভর্তি চলছে!

মোঃ জাফর হোসেন (রানা)
মার্কেটিং ডাইরেক্টর

মমিন এন্ড ব্রাদার্স ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার

(সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স নং-৫১০৩৮)

(একটি আত্মকর্মসংস্থান, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা আপনার হাতের নাগালে

এখানে বিভিন্ন কাজের উপর সুদক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষন দেওয়া হয়, যা বেকারত্ব দূর করে আপনাকে একজন দক্ষ শ্রমিক হিসেবে দেশ-বিদেশে কাজের সুযোগ করে দিবে।

যে সকল প্রশিক্ষণ এখানে দেওয়া হয়-

- ম্যাসন (রাজ মিস্ত্রী)
- পাইপ ফিটার এন্ড সেনিটারী
- পেইন্টিং
- সাটারিং কার্পেন্টার
- ইলেকট্রিক
- রড বাইন্ডার(স্টীল ফিক্সার)

ট্রেনিং সেন্টার : মামুদপুর সাধুমাদবর রোড, সাইনবোর্ড ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

মোবাইল : ০১৭১৬-১৬৫১০৩, ০১৯২৭-৪৪৯৭২৯

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসুলাল্লাহ(দ.)

চৌধুরী প্রেস

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আর হামিদ চৌধুরী

এখানে

পোষ্টার, বিল বই, ক্যাশ মেমো, ভাউচার, ভিজিটিং কার্ড সহ সর্বপ্রকার ছাপার কাজ করা হয়।

সোনার বাংলা মার্কেটের পিছনে, ৮৯/৪ নয়ামাটি, নারায়নগঞ্জ